بسم الله الرحمن الرحيم

কাসেমী তাহকীক

হাদীসে মোস্তফা

জনসাধারণের জন্য চল্লিশটি হাদীস

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওলানা মহঃ ইসমাইল রেজবী

بسم الله الرحمن الرحيم

কাসেমী তোহফা বা হাদীসে মোস্তফা

জনসাধারণের জন্য চল্লিশটি হাদীস

Pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওলানা মহঃ ইসমাইল রেজবী

মূল্য-৩০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

সাইদাপুর অ্যারাবিক ইউনিভারসিটি

সাইদাপুর ❀ জঙ্গীপুর ❀ মুর্শিদাবাদ

প্রচ্ছদ ডিজাইন-মিজানুল হক, বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস

pdf By Syed Mostafa Sakib

بسم الله الرحمن الرحيم

কাসেমী তোহফা
বা
হাদীসে মোস্তাফা

মাওলানা মহঃ ইসমাইল রেজবী
মুঠোফোন -৯৭৩৫৩৮১৫৩৮

প্রকাশক

মুফতী আব্দুল লতিফ সাহেব
শিক্ষক ঃ সাইদাপুর অ্যারাবিক ইউনিভারসিটি
সাইদাপুর ঃ জঙ্গীপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
মোবাইল নং–৯৬৪৭২৭৩৪৫১

প্রথম প্রকাশ কাল–জানুয়ারী ২০১৪, সফর ১৪৩৫

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—
সাইদাপুর মাদ্রাসা
সাইদাপুর ঃ জঙ্গীপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

গ্রন্থ স্বত্ব - লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য- ৩০ টাকা মাত্র

অক্ষর বিন্যাস

বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস ও রঞ্জু কম্পিউটার্স
নশীপুর বড় জুম্মা মসজিদের নিকটে
পোঃ–নশীপুর বালাগাছি ঃ থানা–রানীতলা ঃ জেঃ–মুর্শিদাবাদ

বই, পত্রিকা, পোষ্টার, ব্যানার, ফ্লেক্স, কার্ড, মেমো
সাদা কালো ও রঙ্গিন ছাপতে যোগাযোগ করুন।
মোবাইলে, নং-9733527526

بسم الله الرحمن الرحيم

মুফতী মহঃ আব্দুল কাইউম মিসবাহীর

–ঃ অভিমত ঃ–

আদিম যুগ থেকে চল্লিশ হাদীস একত্রিত করার প্রচলনা ধারাবাহিক ভাবে চলে আসছে, কেননা চল্লিশ হাদীস একত্রিত করার ফজিলত ও মর্তবা হাদীসে কারীমা থেকে বর্ণনা পাওয়া যায়, চল্লিশ হাদীস যে একত্রিত করে মুসলমানদের মধ্যে পৌছে দেবে তার শাফায়াতের দায়িত্ব নবীপাক নিয়ে নেবেন। চল্লিশ হাদীস গোচ্ছিত ভাবে উর্দু ভাষায় বাজারে অনেক পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের লেখা চল্লিশ হাদীস বাংলা ভাষায় খুবই কম থাকায় আমার স্নেহের ছাত্র মাওলানা মোহাম্মাদ ইসমাইল সেই ঘাটতিকে পুরণ করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সল্প সময়ের মধ্যে শ্রমসাধ্য এই কাজটি সম্পন্ন করে পুস্তক আকারে পরিণত করেছে যা আপনাদের হাতে শোভা পাচ্ছে। সহৃদয় জ্ঞানী পাঠকবৃন্দ, মেহেরবান হবো যদি উক্ত পুস্তকে কোন ভান্তি আপনাদের নজরে আসে তা অনুগ্রহ পূর্বক অবগত করালে পরবর্তি সংস্করণে তা সংশোধন করার প্রয়াস পাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওলানার গোচ্ছিত হাদীসে কারীম সমূহের মধ্যে কিছু কিছু অংশ মাওলানার মুখ থেকে শ্রবণ করেছি যা বর্তমান জামানার অন্ধকারে পতিত থাকা মানুষের জন্য আলোর মত প্রকাশ পাচ্ছে।

দোয়া এই মাওলানার জন্য, আল্লাহ তায়ালা যেন তার কলমের শক্তি আরো বাড়িয়ে দেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের বাণী অধিক পরিমানে মুসলমানদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করেন।

আমীন সুম্মা আমীন–

ইতি

৮/১১/২০১৩

মহঃ আব্দুল কাইউম মিসবাহী
সাইখুল হাদীস
সাইদুপুর অ্যারাবিক ইউনিভারসিটি
জঙ্গীপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
মোবাইল নং-৯০০২২০৭৮৫০

بسم الله الرحمن الرحيم

উৎসর্গ

ইসলাম জাহানের সুবিখ্যাত সত্বা যিনি পার্থিব রাজ, উচ্চ সিংহাসন, আয়েশ ও আরাম, ভোগ বিলাস ত্যাগ করে পবিত্র ইসলামের বুলান্দ পতাকাকে বুকে ধরে দরবেশ রূপ ধারণ করে, আজকে বীরভূম জেলার কুমার ষন্ডের মাটিতে আরাম করছেন, যাকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ উসতাজুল উলামা শাইখুল হাদীস আলহাজ মুফতী মাওলানা মহম্মদ আবুল কাসেম সাহেব কালিমী বলে স্মরণ করছেন তারই জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা খানাকে উৎসর্গ করলাম।

তৎসহ অর্পন করলাম যিনি নবীর প্রেমে প্রাণ বিসর্জনকারী, যিনি আজকে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত উসমানপুর গ্রামের মাটিতে আরাম করছেন। যিনি হচ্ছেন মাওলানা মোহাম্মাদ আব্দুল হান্নান কালিমী সাহেব আলায়হির রাহমাতু অর রিযওয়ান। উনাদের পূণ্যত্মার সন্তুষ্টি কামনার্থে এই পুস্তকখানা উৎসর্গ করলাম।

তারিখ
জানুয়ারী ২০১৪

ইতি
লেখক

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতীয়ে আযমে বাঙ্গাল শায়েখ গোলাম ছামদানী
রেজবী সাহেব কিবলার

-ঃ অভিমত ঃ-

আমার স্নেহের মাওলানা ইসমাইল রেজবী সাহেবের লেখা কাসেমী তোহফা বা হাদীসে মোস্তফা পুস্তকখানীর পান্ডুলিপি প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু অংশের উপর নজর বুলায়েছি। আল-হামদুলিল্লাহ। আমার খুবই ভালো লাগিয়াছে। অবশ্য এই কিতাবখানা হইল মাওলানার জীবনের প্রথম হাতেখড়ি। সবে মাত্র মাদ্রাসা হইতে অধ্যায়নের কাজ সমাপ্ত করিয়াছে। এই কারণে কাঁচা হাতের দাগ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কিতাবটির মধ্যে যে চল্লিশটি হাদীস একত্রিত করিয়াছে এবং সেগুলোর উপরে সংক্ষিপ্তাকারে যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহা হইতে সাধারন মানুষ খুবই উপকৃত হইতে পারিবে।

এই মাওলানার জন্য আমার আন্তরিক দোয়া যে, আল্লাহ তায়ালা যেন আগামী দিনে তাহাকে ইলম ও আমলের উন্নতি দিয়া দ্বীনের খাদেম বানাইয়া দিয়া থাকেন, আমীন ইয়া রাব্বাল আলামিন, বিজাহে সাইয়েদিল মুরসালীন, মুহাম্মাদিন আলাহিস সালাতু ওয়া তাসলীম।

ইতি

৮/১১/২০১৩ গোলাম ছামদানী রেজবী

সুচীপত্র

- উৎসর্গ
- ভূমিকা
- খোৎবা
- নিজে শিখে অপরকে শিক্ষা দেওয়ার প্রসঙ্গে হাদীস
- কোরআন পাঠকারীর মাতা পিতার মর্যাদা সম্পর্কে হাদীস।
- চল্লিশটি হাদীস একত্রিত করার ফজিলত।
- কিয়ামতের পূর্বে ইলম উঠে যাবে।
- মানুষ মারা যাওয়ার পর তিন প্রকার আমলের সওয়াব অব্যাহত থাকবে।
- নামধারী মুসলমানদের পরিচয়।
- বাহাত্তরটি দল জাহান্নামী একটি জান্নাতী।
- দরুদ পড়ার কতিপয় হাদীস।
- একবার দরুদ পড়লে আল্লাহ তায়ালা দশ বার রহমত বর্ষণ করেন।
- অধিক পরিমান দরুদ পাঠকারী রাসুলের অধিক নিকটে হবে।
- দোয়ার প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস।
- ফরজ নামাজের পরে দোয়া করা হাদীস সম্মত কি না ?
- দলবদ্ধ ভাবে দোয়া করা।
- মজলিসে বসে দোয়া করা উচিৎ।
- হাত উঠিয়ে দোয়া করা সুন্নত।
- ওসিলা নিয়ে দোয়া করা জায়েজ।
- নবীর ওসিলায় অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পেল।
- মৃত্যুকে কবরস্থ করার পর দোয়া করতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি মুমিনের অন্তরে বিরাজ করেন।
- নবীর ভালবাসা সবার উপরে রাখতে হবে।
- নামাজ প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস।
- জামায়াতের সঙ্গে নামাজ পড়ার ফজিলত।
- আল্লাহর নিকটে অতি উত্তম ইবাদত হল নামাজ।
- খুৎবার আজান মাসজিদের বাইরে দিতে হবে।
- সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর কানে আজান দেওয়া সুন্নাত।
- রোজা সমস্ত গুনাহকে মোচন করে দেয়।
- রোজার প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা স্ব-হস্তে দিবেন।
- যাকাত আদায় না করার ফল।
- ধোঁকাবাজ মুসলমানদের পরিচয়।
- বাতিল পন্থীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না।
- কাফেরদের নেকীর বদলা দুনিয়াতেই দেওয়া হয়।
- সমস্ত গুনাহের মূল।
- ছেলে মেয়ে উভয় উভয়ের রূপ ধারন করা নিষেধ।
- দাড়ি বড় এবং গোঁফ ছোট করতে হবে।
- নখ চুল কাটার নির্দ্ধারিত সময়।
- কালো খেজাব লাগানো হারাম।
- লোহা ও তামার আংটি পরা নিষেধ।
- অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার ফজিলত।
- মুমিনের শরীর মাটিতে খায় না।
- এরা কি মুসলমান ?
- এরা মুসলমানের মধ্যে গন্য হয় না।
- দরুদে হাজারী।
- মুফতী আবুল কাসেম।

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব এরং বিশ্বের সমগ্র বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে মানব জাতী অতি উত্তম সৃষ্টি মানব উত্তম সেই সময় হতে পারে যে সময় তার মধ্যে মানবিক জ্ঞান বজায় থাকে আর মানবিক জ্ঞানবিদ্যা ছাড়া অসম্পূর্ণ। বিদ্যার দ্বারায় প্রথম মানব হযরত আদম আলায়হিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা এত উচ্চ সম্মান প্রদান করেছেন যে ফারিস্তাবর্গকে দিয়ে সিজদা করিয়েছেন। এই মর্যাদা অতুলনীয় যা ভেবে শেষ করা যায় না।

তাই আমার স্বল্প বিদ্যার কিঞ্চিত বর্তমান মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যা আমার পাঠরত অবস্থার অন্তরের বহিঃপ্রকাশ। আমি বাল্যাবস্থা থেকেই দ্বীনি ইলম এর (ইসলামী শিক্ষা) সাথে জড়িত। দরজা (ক্লাস) সাদেসাই পড়ার সময় মিশকাত শরীফ কিতাবুল ইলম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটি হাদীস পড়েছিলাম যাতে চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত করে মানুষের নিকট পৌছে দেওয়ার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই–রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–যে ব্যক্তি শরীয়ত সম্পর্কীয় চল্লিশটি হাদীস অর্জন করে আমার উম্মতের নিকটে পৌছাবে তার জন্য আমি কিয়ামতের দিন শাফায়াত করব এবং স্বাক্ষী দিব। তাই আমার অর্জিত হাদীস গুলির মধ্যে থেকে চল্লিশটি হাদীস সংকলন করে মুসলমান ভাই বোনেদের হাতে তুলে দেবার সামান্য চেষ্টা করেছি। যদিও ইতিপূর্বে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অনেক বাঙ্গালী লেখকই এই মহান দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ পালনের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কিন্তু আমি এই পুস্তক খানায় তাদের মত দীর্ঘ রচনা ও শক্ত সাধ্য ভাষার প্রয়োগ না করে যথা সম্ভব সহজ-সরল ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। যাই হোক আল্লাহর করুনায় লেখা পড়ার মধ্যে থাকা সত্বেও বেশ কয়েক মাসের মধ্যে ক্রমে ক্রমে এই পুস্তকখানার সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই পুস্তক সংকলনের কাজে বিশেষ করে যিনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন তিনি হলেন আমার বিজ্ঞ শিক্ষক মুফতী মাওলানা মহম্মদ আব্দুল লতিফ সাহেব আল মিসবাহী, শিক্ষক-মাদ্রাসা জামিয়া রাজজাকিয়া কালিমীয়া আরবী ইউনিভারসিটি, সাইদাপুর, মুর্শিদাবাদ। আল্লাহ পাক যেন তাঁর সহযোগিতাকে কবুল করেন এবং এর যথাযত প্রতিদান দিয়ে তাঁকে উভয় জাহানের সাফল্যতা দান করেন। আমীন। এবং আল্লাহ পাক যেন স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর গুনাহের কাফফারা হিসাবে গ্রহণ করেন ও ঈমান সহকারে মরণ দান করেন, সুম্মা আমীন।

মানুষের মধ্যে ভ্রান্তি সংঘটিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক তাই ভাষাগত ও বানানগত ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহ চিহ্নিত করে অবগতি প্রদান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল প্রকার ত্রুটির জন্য পাঠকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থী।

ইতি–

মহম্মদ ইসমাইল

কান্দি, মুর্শিদাবাদ

অক্ষর বিন্যাস ও সম্পাদনা

বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস ও রঞ্জু কম্পিউটার্স

স্ক্রিণ, অফসেট ও ডিজিটাল প্রিন্ট

বই, পত্র-পত্রিকা, ফটো সহ কার্ড, ফেস্টুন, ফ্লেক্স, পোষ্টার, মেমো সহ যাবতীয় ছাপার কাজ করা হয়।

নশীপুর বড় মসজিদমোড়,

মুঠোফোন-৯৭৩৩৫২৭৫২৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَزَلْ عَالِماً قَدِيْرًا حَيّاً قَيُّوْماً سَمِيعاً بَصِيْرًا ط. وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ اَرْسَلَهُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيْرًا ط وَنَذِيْرًا ط وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ كَثِيْرًا كَثِيْرًا ط اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَاتَعْلَمُوْنَ خَبِيْرٌ

২৮ পারা সূরা-আল মুজাদালা, রুকু–২

সমস্ত পবিত্রতা ও প্রশংসা সেই মহান করুনাময় পারওয়ার দিগারে আলামের দরবারে নিবেদিত, যিনি আমাদেরকে মানব কুলে জন্ম দান করেছেন। সমস্ত মাহাত্ব ও মহিমা সেই বিশ্ব প্রতিপালক খোদাওন্দ কুদ্দুসের জন্যই সুনির্দিষ্ট যিনি মানব জাতিকে ভাষা ও জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। সমস্ত হামদ্ ও সানা সেই পরম প্রতিপালকের জন্য যিনি আমাদেরকে অমূল্য ধন ঈমান প্রদান করেছেন। তাই তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করার জন্য সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ! অতঃপর শান্তির স্নিগ্ধ ধারা প্রবাহিত হোক অসহায়ের সাহায্যকারী, পাপীদের সুপারিশকারী, দুঃখীদের দুঃখ মোচনকারী, পরকালের কান্ডারী, সত্য পথের দিশারী, হাশরের ময়দানে পতাকাধারী, উভয় জগতের অধিকার প্রাপ্ত সৃষ্টি সাম্রাজ্য যাঁর নুরে পরিব্যপ্ত, আল্লাহর অস্তিত্ব প্রকাশক ইসলামের মহান প্রচারক, পূণ্যপন্থার প্রদর্শক, মালিকে জান্নাত, সর্বাঙ্গ রাহমাত, জন দরদী নেতা, আল্লাহর সংবাদদাতা, হুজুর সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উপর শত সহস্রবার শান্তির ধারা অর্থাৎ দরুদ অর্পিত হোক বর্ষিত হোক, সকলে বলি, "আল্লাহুম্মা আমিন"।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমার প্রিয় সুন্নী মুসলমান ভাই ও বোনেরা, আমি খুৎবার পরে পরেই অটুট সংবিধান পবিত্র কোরআনে আযীম হতে একখানি আয়াতের কিছু অংশ তেলাওয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি যার অর্থ হচ্ছে–"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা উঁচু করবেন এবং আল্লাহর নিকট তোমাদের কর্ম সমূহের খবর আছে।"

উক্ত আয়াত শরীফে আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানীদের সম্পর্কে বলেছেন যে–তাদের মর্যাদা উঁচু করা হবে। এখানে জ্ঞানী বলেতে শরীয়ত সম্পর্কীয় জ্ঞান (কোরআন ও হাদীস) কে বোঝানো হয়েছে। আমার মতে উক্ত জ্ঞান তিনটি রূপে দেখতে পাচ্ছি। প্রথমত–জ্ঞান অর্জন করা, দ্বিতীয়ত–তাঁর প্রতি আমল করা, তৃতীয়ত–উক্ত জ্ঞান মানুষের নিকট পৌছে দেওয়া। আমি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে মাতা পিতার দোয়ার বরকতে, পীর ও ওলী গণের সুনজরে এবং আমার শিক্ষক মহাশয় গণের পরম স্নেহের বরকতে যৎসামান্য জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়েছি এবং তার উপর যথা সম্ভব আমল করার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। বাকী রইল মানুষের নিকট তা পৌছে দেওয়ার কাজ। যদি আল্লাহ পাকের খাস করুনা আমার উপর বর্ষিত হয় তবে ইনশায়াল্লাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সামান্য বানী মানুষের নিকট পৌছে দিতে সক্ষম হবো বলে আসা রাখছি। আর মানুষ তা গ্রহণ করে আমলে পরিণত করে তবে এটা আমার ও আমলকারীর উভয়ের ইহকাল এবং পরকাল সার্থক হবে বলে আসা রাখছি। তাই আপনাদের সকলের নিকট সেই মহানবীর ঐতিহ্যবানী পৌছে দেওয়া হল, সুতরাং আপনারা সকলেই ভক্তি সহকারে পড়ুন এবং অপরকে পড়ার জন্য উৎসাহিত করুন এবং ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের সাফল্যতা লাভ করুন।

১। নিজে শিখে অপরকে শিক্ষা দেওয়ার প্রসঙ্গে ঃ—

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ .

اَوَّلُ مَنْ يَّشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءِ ثُمَّ الشُّهَدَءِ

বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, ফাজাইলে কুরআন অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৭৫২, (দেওবন্দী ছাপাখানা) মেশকাত শরীফ ১৮৩ পৃষ্ঠা ফাজাইলে কোরআন প্রথম পরিচ্ছেদে হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে–রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কোরআন শিখল এবং অপরকে শিক্ষা দিলো সেই সর্বের সর্বা। ব্যাখ্যা ঃ–কোরআন শিখে অপরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে অতি উত্তম কর্ম, যেমন ছেলে মেয়েদের প্রত্যাহ নিয়মিত কোরআন পড়ানো এবং কোরআন শুদ্ধ পড়ার জন্য যে কিতাব গুলো পড়ানো হয় এবং কোরআন বোঝার জন্য যে হাদীস ও ফেকাহ পড়ানো হয় এগুলো শিক্ষা দেওয়া মানেই কোরআনের শিক্ষা দেওয়া। শুধু কোরআনের শিক্ষাই উদ্দেশ্য নয় বরং হাদীস ও ফেকাহের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত এবং এটাও বলা হয়েছে যে, ফেকাহ বা মাসয়ালা মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করা কোরআন না বুঝে পাঠ করার চেয়ে উত্তম, কেননা কোরআন অবতীর্ন হয়েছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কর্ণের মাধ্যম দ্বারা এবং শরীয়তের (ইসলামের) বিধি বিধান আইনকানুন অবর্তীর্ণ হয়েছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অন্তরের (ক্বলব) এর মাধ্যম দ্বারা সুতরাং আলিম কোরআনের আমলকারীর চেয়ে উত্তম। যেমন হযরত আদম আলায়হিস সালাম আলিম ছিলেন আর ফারিশতাগণ) কোরআনের আমলকারী ছিলেন কিন্তু হযরত আদম আলায়হিস সালাম ফারিশতাদের চেয়ে উত্তম ছিলেন। আলিম হওয়াই তারা আদম আলায়হিস সালামকে সেজদা করেছিলেন। সুবহানাল্লাহী ওয়া বিহামদিহি, আল্লাহ তায়ালা আলিম সম্প্রদায়ের এত মান ও মর্যাদা বাড়িয়েছেন যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাদীসের ভাষায় বলেছেন–

اَوَّلُ مَنْ يَّشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءِ ثُمَّ الشُّهَدَءِ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম নবীগণ শাফায়াত করবেন, তারপর উলামাগণ শাফায়াত করবেন, তারপর শোহাদাগণ শাফায়াত করবেন। উক্ত হাদীস থেকে বোঝা গেল যে নবীদের পরে পরেই শাফায়াতের হুকুম উলামাদের দেওয়া হবে। বলা হয়েছে যে, একজন হাফিজ দশ জনকে শাফায়াত করবেন, একজন হাজী যার হজ্ব কবুল হয়েছে সে ৫০ জন এবং একজন শহীদ ৭০ জনকে শাফায়াত করবেন। কিন্তু একজন আলিম বে-হিসাব শাফায়াত করবেন। তাকে কোন প্রকার বাধা দেওয়া হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২) কোরআন পাঠকারীর মাতা পিতার মর্যাদা সম্পর্কে হাদীস

عَنْ مُعَاذَالْجَهْنِى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ اَحْسَنٌ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِىْ كُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ مَنْ عَمِلَ بِهٰذَ

(মিশকাত শরীফ ১৮৬ পৃষ্ঠা)

অনুবাদ ঃ–রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন–যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করল এবং তার প্রতি আমাল করল তবে তার পিতা মাতাকে কিয়ামতের দিন একটি তাজ (পাগড়ী) পরিধান করানো হবে। সেই তাজের আলো সূর্যের চেয়েও বেশি আলোকিত হবে, যদি সূর্য্য পৃথিবীতে থাকতো তাহলে তার আলোয় তোমাদের ঘর কিরূপ সুন্দর হতো ? তাহলে তোমাদের কি ধারণা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে স্বয়ং কোরআন পাঠ করল এবং তার প্রতি আমল করল তার মান ও মর্যাদার অবস্থা কি রূপ হবে ?

ব্যাখা ঃ–উপরোক্ত হাদিস থেকে কয়েকটা জিনিস বোঝা গেল। প্রথমতঃ–কোরআন শিক্ষা করার পর নিয়মিত পাঠ করতে হবে,পাঠ করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে,আপনি কোরআন শিখে মাহে রমজান ব্যতিত পড়বেন না। বরং নিয়মিত প্রত্যেহ পাঠ করতে হবে।

দ্বিতীয়ঃ–কোরআনের প্রতি আমল করতে হবে,কোরআন যেটা করারা নির্দেশ দিয়েছে সেটা কে অবলম্বন করতে হবে,এবং যা করতে নিষেধ করেছে সেটা থেকে বিরত থাকতে হবে,তবেই তার পিতা মাতার মস্তকে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তা আলা তাজ বা পাগড়ী পরিধান করাবেন,যার (তাজ) আলো সূর্যের চেয়ে অধিক বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ সূর্য যদি ভূ পৃষ্ঠে থাকতো এবং তার সমস্ত আলো প্রকাশিত হত তাহলে তার আলোয় ভূপৃষ্ঠের সমস্ত স্থানীই যেমন–সোভা পেত বা আলোকীত হত,সেই রূপ কিয়ামতের দিবসে পাগড়ীর আলোয় কি্য়ামতের প্রতিটি স্থানীই আলোকীত হবে,যা দেখে অন্যরা তাকে জিজ্ঞাসা করবে,কীএমন আমল করেছো যার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা এহেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্মান প্রদান করেছেন। অতঃপর সে বলবে আমি এমন কিছু আমল করিনি শুধু আমার সন্তান কে কোরআন পড়িয়েছি বা আলিম বানিয়াছি যার কারনে মহান স্রষ্ঠা এহেন সম্মান প্রদান করেছেন। যদি কোরআন পাঠকারীর পিতা–মাতা কে এহেন সম্মানে সম্মানিত করা হয়,তাহলে স্বয়ং যে কোরআন পড়বে এবং তার প্রতি আমল করবে তাকে কতটা সম্মান দেওয়া হবে তার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে,আল্লাহ তাআলা তাকে শাফায়াত করার নির্দেশ দিবেন সে যাকে ইচ্ছা শাফায়াত করতে পারে,এতে কোন প্রকারের বাধা নেই।

(৩) চল্লিশটি হাদিস প্রকাশিত করার ফযিলতঃ—

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَاضِىَ اللّٰهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا اَدَّى اِلىٰ اُمَّتِىْ حَدِيْثًا لِتُقَامَ بِهِ سُنَّةٌ اَوْتُتْلَمَ بِهِ بِدْعَةٌ فَهُوَفِى الْجَنَّةِ.

কানযুল উম্মাল প্রথম খন্ড ৯০ পৃষ্ঠা

অনুবাদঃ–হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যদি কোন ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকটে কোন হাদিসের বানী পৌছাই এই উদ্দেশ্যে যে, যার দ্বারা সুন্নাতের প্রভাব বাড়বে কিংবা বাদমাজ হাবের পতন ঘটবে তাহলে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ব্যাখাঃ–উপরোক্ত হাদিসে বলা হয়েছে যে,যদি কোন ব্যক্তি হাদিসের বানি অথাৎ ইসলামের কোন বিধান বা মাস–আলা-মাসায়েল,জন সাধারনের নিকট পৌছালো এই উদ্দেশ্য যে,এর দ্বারা সুন্নাতের প্রভাব বাড়বে এবং বাতিল পন্থী দূরভীত হবে,তাহলে সেই ব্যাক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। মিশকাত শরিফের ৩৭ পৃষ্ঠায় অন্য এক রেওয়াতে বলা হয়েছে যে,যদি কোন ব্যক্তি ইলমে দ্বীন (ইসলামের জ্ঞান) লিখনীর মাধ্যমে কিংবা কোন মাদ্রাসার মক্তবের ছাত্রদের মাধ্যমে প্রচার করে তাহলে তাকে কিয়ামতের দিনে অধিক মান ও মর্যাদার সঙ্গে উঠানো হবে। এবং এটাও বলা হয়েছে যে যদি কোন ব্যক্তি চল্লিশটি হাদিস মুখস্ত করে মুসলমানদের কে সুনালো অথবা লিখে মুসলমানদের মধ্যেবণ্টন করলো,কিংবা হাদিসের অনুবাদ বা ব্যাখা করে জনসাধারন কে বোঝালো তবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে,আমি তাকে নির্দিষ্ট ভাবে শাফায়াত করে জান্নাতে নিয়ে যাবো।

তাই এই অধম এই হাদিসের প্রতি লক্ষ্য করে চল্লিশটি হাদিস একত্রিত করে আপনাদের হস্তে উপহার স্বরূপ অর্পন করলো,আল্লাহ তা আলা যেন এই পুস্তকের স্বার্থকতা বজায় রেখে স্বীয় অণুগ্রহে এই পুস্তক খানা কে আমার গুনহার কাফফারা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ঈমান সহকারে জীবন যাপন করার সৌভাগ্য দান করেন এবং ঈমানী অবস্থায় ইহকাল থেকে পরকাল গমন করার তৌফিক দান করেন, আমিন সুম্মাআমীন!

(৪) কিয়ামতের পূর্বে ঈলম উঠে যাবে ঃ—

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَايَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَّقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا. اِتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْساً جُهَالاً فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا اَضَلُّوْا.

(বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ২০ পৃষ্ঠা) (মিশকাত শরীফ ৩৩ পৃষ্ঠা)

অনুবাদঃ–হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্নিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে,আল্লাহ তায়ালা বান্দার কাছ থেকে ইল্‌ম টেনে বের করে নিবেন না, বরং উলামা গন কে উঠিয়ে নেবেন। ফলে কোন আলিম অবশিষ্ঠ না থাকায় ইল্‌ম থাকবে,না সেই মুহূর্তে মুর্খ কে ইমাম বানানো হবে,এবং তাকে মাসলা–মাসায়েল জিজ্ঞাসা করা হবে,তখন সে না জেনে ফাতুয়া দেবে নিজে পথভ্রষ্ট হবে এবং অপর কে পথভ্রষ্ট করবে।

ব্যাখাঃ–উক্ত হাদিস থেকে এটাই বোঝা যায় যে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ইল্‌ম উঠে যাবে এবং অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পাবে। ইল্‌ম উঠে যাবে এ কথার অর্থ এই নয় যে মানুষ জানা জিনিস ভুলে যাবে বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়া হবে, পরবর্তীতে এমন আলিমের আবির্ভাব হবে না।

ফলে মানুষ গুনাহের দিকে বেশী ধাবিত হবে এবং ইসলামী শিক্ষার প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ করবে না। যেমন বর্তমানে ঘটে চলেছে, হাদীস ও কোরআন না পড়ে বাংলা ও ইংরেজী শিখে বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করছে ও ফাতাওয়া দিচ্ছে। নিজেতো পথভ্রষ্ট আছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। মুসলমান সমাজ এদের থেকে দুরে থাকুন কোন ফাতাওয়া ফারায়েজ জানতে হলে আলিমদের কাছে জানুন কোন জাহিলের কাছে নয়। কেননা তাদের কাছে জানতে গেলে ঈমান চলে যাওয়অর সম্ভাবনা আছে।

এই জন্যই সেখ সাদী আলায়হির রহমা বলেছেন–

"নিম হাকীম খাতরায়ে জান
নিম মৌলবী খাতরায়ে ঈমান"

অর্থাৎ যারা অর্ধেক বা হাতুড়ে ডাক্তার তাদের কাছে চিকিৎসা করতে গেলে প্রাণের ভয় আছে এবং যারা অর্ধেক বা হাতুড়ে মৌলবী তাদের কাছে ফাতাওয়া জানতে গেলে ঈমান চলে যাওয়ার ভয় আছে।

(৫) মানুষ মারা যাওয়ার পরে তিনটি আমলের সওয়াব (জারী) অব্যাহত থাকে। ঃ—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ ثَلَثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْالَهُ

(মিশকাত শরীফ ৩২ পৃষ্ঠা)

অনুবাদঃ–হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন তার সঙ্গে সঙ্গে আমল বা সওয়াবের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন ধরনের আমলের সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকে যথা–সাদকায়ে জারিয়া। ইহা এমন ইলম বা জ্ঞান যার দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। এমন সুসন্তান পৃথিবীতে রেখে যাওয়া যে তার পিতা মাতার জন্য দোয়া করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাখ্যা ঃ–উপরোক্ত হাদীসের প্রতি গভীর ভাবে দৃষ্টি পাত করলে বোঝা যায় যে, কোন মানুষ যখন মারা যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে তার আমল নামাও বন্ধ হয়ে যায়। তার আমল নামায় কোন নেকী বা পূণ্য লেখা হয় না তিন প্রকার আমল ব্যতিত যাহা কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যথাক্রমে–(ক) সাদকায়ে জারিয়া, অর্থাৎ মাসজিদ বা মাদ্রাসা নির্মাণ করে দেওয়া, মানুষের কল্যাণার্থে নলকুপ বা কুয়া খনন করে দেওয়া ইত্যাদি হল সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। (খ) এমন ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় যেমন কোন ইসলামী কিতাব লিখে মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া বা অপরকে শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। (গ) এমন সুসন্তান রেখে যাওয়া যে সন্তান তার পিতা মাতার কল্যানার্থে দোয়া করবে। আর সেই সন্তান পিতা-মাতার জন্য দোয়া করবে যার অন্তরে ইসলামের জ্ঞান বিরাজমান। সুতরাং আমাদের সকলের কর্তব্য হওয়া দরকার যেন প্রতিটি সন্তান কিভাবে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে সেই ব্যবস্থা মাতা-পিতাকে গ্রহণ করতে হবে।

(৬) নামধারী মুসলমানের পরিচয় ঃ—

عَنْ عَلِيٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشَكُ اَنْ يَّاْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايَبْقَى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ اِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُ هُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عُلَمَاءُ هُمْ شَرُّ مِنْ تَحْتِ اَدِيْمِ السَّمَآءِ مِنْ عِنْدِ هِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ .

(মিশকাত শরীফ ৩৮ পৃষ্ঠা)

অনুবাদঃ–হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন অতিনিকটবর্তী মানুষের নিকট একটা সময় আসবে যে সময় ইসলামের নাম ব্যতিত ইসলামের কিছুই থাকবে না। এবং কোরআন পাঠ করার প্রথা ব্যতিত কোরআনের কিছুই থাকবে না। তাদের মসজিদগুলো অনেক উঁচু উচুঁ নির্মাণ ও কারুকার্য্য মন্ডিত হবে কিন্তু আবাদ হবে না। সেই মাসজিদের আলেম সম্প্রদায় এই আকাশের নীচে অতি নিকৃষ্ট হবে,তাদের দ্বারাই পৃথিবীতে বিবাদ সৃষ্টি হবে,এবং তাতেই

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারা লিপ্ত থাকবে।

ব্যাখাঃ–উক্ত হাদিসে যে সমস্ত কথা গুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,সে গুলো কিয়ামতের নিদর্শনের অন্তভূক্ত যেমন মুসলমানের নাম ইসলামী হবে কিন্তু তার কর্ম হবে কাফির বেইমানদের মতো,যেমন আজকাল প্রকাশ পাচ্ছে ইসলামী কর্ম যেমন,নামায,যাকাত,হজ্ব,জিহাদ ইত্যাদি পালন হবে,কিন্তু আসল ইদ্দেশ্য সাধিত হবে না,যেমন নামাযে একা–গ্রতা থাকবে না,যাকাতের টাকায় ইসলামের সেবা হবে না,হজ্ব অনেকেই করবে,কিন্তু শুধু ভ্রমনের উদ্দেশ্যে জিহাদ করবে,কিন্তু দেশ দখলের লালসায়,আল্লার বানী কোরআনের পাতায় থেকে যাবে,এবং মানুষের মুখে থাকবে এবং উচ্চারিত হবে,কিন্তু অন্তরে তার বিশ্বাস ও মনযোগ সহকারে তার উপর আমল হবে না। এবং অনেক উচু উচু মসজিদ নির্মাণ হবে ও সুন্দয্যতা বৃদ্ধি পাবে,কিন্তু আবাদ বা মুসাল্লি হবে না।

(৭) ৭২টি দল জাহান্নামি একটি জান্নাতি ঃ—

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍوقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيَاتِيَنَّ عَلَى اُمَّتِيْ كَمَا اَتَى عَلَى بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ حَذْ وَالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَّنْ اَتَى اُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِيْ اُمَّتِيْ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ وَاِنَّ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِيْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِيَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ.

(মিশকাত শরীফ ৩০ পৃষ্ঠা। তিরমিযা শরীফ)

অনুবাদঃ–হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন,বানী ইসরাইলদের উপর যে সব মন্দ কর্ম হয়েছিল,আমার উম্মতের ও তাই হবে,যেমন এক পায়ে জুতো অন্য পায়ের জুতোর সমান হয়। এমন কী যদি তাদের মধ্যে কেউ তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে জেনায় লিপ্ত হয়ে থাকে,তাহলে আমার উম্মতের মধ্যে ও এরূপ কর্ম করার লোক হবে। এ ছাড়া বানী ইসরাইল গন ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে,এই দলগুলোর মধ্যে

শুধু একদল ছাড়া অন্য সকলেই জাহান্নামে যাবে,সাহাবাগন জিজ্ঞাসা করলেন,ইয়া রাসুলুল্লাহ জান্নাতি দল কোন টি ? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন যে,যে পথ ওমতের উপরে আমি এবং আমার সাহাবাগন রয়েছেন,সেই পথ ও মতের উপরে যারা থাকবে তারাই হচ্ছে জান্নাতি।

ব্যাখাঃ–উপরোক্ত হাদিস থেকে বোঝা গেলো যে,যে রকম বানি ইসরাইল গোত্র ৭২ শ্রেণী সকলেই পথভ্রষ্ট হয়েছিল কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উম্মাত ৭৩ শ্রেণীতে বিভক্ত হবে, তারমধ্যে ৭২ শ্রেণী পথভ্রষ্ট হবে আর একটি মাত্র হেদায়ত প্রাপ্ত হবে। যে রকম বানী ইসরাইলের কিছু মানুষ নবীর শত্রু ছিল ও বিপক্ষে ছিল,সেই রূপ মুসলমানের মধ্যেও কিছু সংখ্যক মানুষ নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর শত্রু আছে যারা নবীর বিপক্ষে বলে। উক্ত হাদিসে নবীয়ে পাক বলেছেন,যে পথ ও মতের উপর আমি এবং আমার সাহাবাগন আছেন,তোমরা সেই পথও মত অবলম্বন করো। স্পষ্ট হয়ে গেলো যে,সাহাবাগন যে পথওমতের উপর আছেন সেটাই হচ্ছে নবীর পথ ও মত। এবং সেই পথওমতের উপরে শুধু আহলে সুন্নাত ওয়ালা জামাত ই আছে।

(৮) দরুদ পড়ার কতিপয় হাদিস ঃ—

عَنْ عُمَرَابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اِنَّ الدَّ عَامَوْقُوْفٌ بَيْنَ

السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعِدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّى

عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(মিশকাত শরীফ ৮৭ পৃষ্ঠা,তিরমীযী শরীফ প্রথম খন্ড ৬৪ পৃষ্টা)

অণুবাদঃ–হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে,দোয়া জমিন এবং আসমানের মধ্যস্থলে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এই দোয়া আল্লাহর দরবারে পৌছাই না যতক্ষন পর্যন্ত দোয়ার প্রথমে এবং শেষে নবীর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এর প্রতি দরুদ না পড়া হয়।

ব্যাখাঃ–উক্ত হাদিস থেকে বোঝা গেল আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করা।

(৯) একবার দরুদ পড়লে আল্লা তাআলা দশবার রহমত বর্ষণ করবেন ঃ—

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشَرَ صَلٰوةٍ وَحُطَتْ عَنْهُ عَشَرُ

خَطِيَّاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشَرُ دَرَجَاتٍ.

(মিশকাত শরীফ ৮৬ পৃষ্ঠা)

অণুবাদঃ–হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে,আল্লাহ তাআলা তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করবেন এবং তার দশটি গুনহা মোচন করে দিবেন এবং তার দশগুন মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন।

ব্যাখাঃ–উপরোক্ত হাদিস থেকে প্রমানিত হল যে,যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে,স্বয়ং আল্লা তা আলা তার উপর রহমাত বর্ষণ করবেন এমন কি তার কবরের আযাবও মাফ হয়ে যাবে,যেমন তাফসীরে রুহুল বায়ান তৃতীয় খন্ড ১৪৭ পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি মেয়ে তার ছেলের ইন্তেকালের পরে তাকে স্বপনের মাধ্যমে দেখলো যে,তার কবরে আযাব হচ্ছে এই দৃশ্য দেখে তার অনেক দুঃখ হল। কিন্তু কিছু দিন পরে তার ছেলে কে আবার স্বপনে দেখলো যে,তার কবর আলোয় আলোকিত এবং আল্লাহর রহমতের মধ্যে আছে,তখন তার মা এর কারণ জিজ্ঞাসা করল,তখন তার ছেলে বলল–যে

مَرَّ رَجُلٌ بِالْمُقْبِرَةِ فَصَلّٰى

عَلَى النَّبِى وَاَهْدٰى ثَوَابَهَا لِاَمْوَاتِ

এক ব্যক্তি এই কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো সেই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উপরে দরুদ শরীফ পাঠ করে তার সাওয়াব বা পূন্য এই কবর বাসীর সকলের উপরে বখশে দিয়েছে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাই তার দরুদ শরীফ পড়ার কারনে আমাদের সকল কে মহান আল্লা তা আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। বোঝা গেলো যদি দরুদ শরীফ পাঠ করা হয় তাহলে কবরের আযাব মাফ হয়ে যাবে। তাই পাঠক বৃন্দর কাছে আমার নিবেদন যে,আপনারা বেশি বেশি করে নবীর প্রতি দরুদ পড়ুন এবং অপরকে পড়ার নির্দেশ দিন ইনশায়াল্লাহ আপনাদেরও কবরের আযাব মাফ হয়ে যাবে।

(১০) অধিক পরিমাণ দরুদ পাঠকারী রাসুলের অধিক নিকটে হবে ঃ—

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْه وَسَلَّمَ اَوْلٰى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرَ هُمْ عَلَىْ الصَّلٰوةِ.

(তিরমিযী শরীফ প্রথম খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা,মিশকাত ৮৬ পৃষ্টা)

অনুবাদঃ–হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের দিনে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী কিংবা আমার সঙ্গী ঐ ব্যক্তি হবে যে আমার প্রতি বেশি বেশি করে দরুদ শরীফ পাঠ করবে।

ব্যাখাঃ–উপরোক্ত হাদিস দ্বারা বোঝা গেল যে,মহা প্রলয়ের দিবসে যখন কেউ কারো পরিচয় দেবে না ,সেই মহর্তে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজের পরিচয় দিয়ে শাফারাত করবেন,যদি আপনি দরুদ পড়ে থাকেন। তাফসীরে কাবিরের চতুর্থ খন্ডে বলা হয়েছে,কিয়ামতের দিনে এক ব্যক্তির নেকীয় পাল্লা হালকা হবে এবং গুনহার পাল্লা ভারী হবে,নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক টুকরো কাগজ নিয়ে সেই ব্যক্তির নেকীর পাল্লায় রেখে দিবেন,এবং তার(কাগজের) ভরে নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। তখন ঐ গুনহাগার ব্যক্তি বলবে,হে মহা মানব আমার পিতা মাতা আপনার চরন তলে উৎসর্গ করলাম আমার এই বিপদের সময় সহায়াতা করলেন আপনি কে ? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলবেন আমি হচ্ছি তোমার নবী মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এবং যা আমি তোমার নেকীর পাল্লায় রাখলাম,সেটা ছিল তোমার দরুদ যা তুমি পৃথিবীতে আমার উপরে পাঠ করে ছিলে সেটা আজ আমি তোমার নিকটে উপস্থিত করলাম,এবং তোমাকে শাফায়াত করে জান্নাতে নিয়ে যাবো, বোঝা গেল যে,নবীয় প্রতি দরুদ পাঠ করলে অসহায় অবস্থায় সহায়তা পাওয়া যাবে।

(১১) দোয়ার প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস ঃ—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

(সূরা মুমীনুন ২৪ পারা, ৬০ আয়াত)

অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক কোরআন মাজিদে ইরশাদ করেছেন–হে মানুষ সকল তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা করো আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হাদীস শরীফের মধ্যে হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যাহা নিম্নে প্রদত্ব হইল।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

(তিরমিযী ঃ–মা জা ফি ফাদলিদ দোয়া)

হযরত নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন দোয়া করাও ইবাদত। উক্ত হাদীস থেকে বোঝা গেল আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দোয়া করা এক ধরনের ইবাদত। আবু দাউদ শরীফে দোয়ার অধ্যায় ২০৮ পৃষ্ঠায় রিয়াদুস সালেহীন তরজমা দ্বিতীয় খন্ড কিতাবুদ দাওয়াত দোয়ার বর্ণনায় ৫৭৩ পৃষ্ঠার হাদীসে দোয়া করা জায়েজ বলে প্রমাণিত হল।

(১২) ফরজ নামাজের পর দোয়া করা হাদীস সম্মত কি না ?

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ ؟ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ.

(তিরমিযী শরীফ, সংগ্রহীত রিয়াদুস সালেহীন ২য় খন্ড ২৩৭ পৃষ্ঠা)

অনুবাদ ঃ–হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন–রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে জেজ্ঞাসা করা হল কোন দোয়া, বা দোয়া কখন করলে তা আল্লাহ তায়ালার নিকট বেশী গ্রহণযোগ্য হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তরে তিনি বললেন–শেষ রাতের মধ্যস্থলে এবং ফরজ নামাজের পরে যে দোয়া করা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ–উক্ত হাদীসটিতে দিনের আলোর মতই পরিস্কার হয়ে গেল যে, ফরজ নামাজের পরে দোয়া করা জায়েজ এবং সুন্নাত। কারণ দিনের নবী যিনি শরীয়তের পথ প্রদর্শক তিনি স্বয়ং দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন এবং আরো বলেছেন যে রাতের মধ্যাংশে আসমানের দরওয়াজা সমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং এক আহ্বানকারী আহ্বান করেন কেউ দোয়ার প্রার্থীর আছো ? তার দোয়া কবুল করা হবে সেই সময় যদি কোন মুসলমান দোয়া করে আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করবেন।

(১৩) দলবদ্ধ ভাবে দোয়া করা ?

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ وَاَبِیْ سَعِیْدِنِ الْخُدْرِیْ

اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی

اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَامِنْ قَوْمٍ یَذْکُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا

حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِکَةُ وَغَشِیَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ

عَلَیْهِمُ السَّکِیْنَةُ وَذَکَرَهُمُ اللّٰهُ فِیْمَنْ عِنْدَهُ.

(তিরমিযী শরীফ, ২য় খন্ড ১৯৮ পৃষ্ঠা, দোয়ার অধ্যায়)

অনুবাদ ঃ–হযরত আবু হুরায়রাহ ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত–রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে জামায়াত বা দল আল্লাহ তায়ালার জিকির করে তাদের সকলকে ফারিস্তা ঘিরে নেয় এবং তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবর্তীর্ন হয় এবং আল্লাহ তায়ালা ফারিস্তাগণের মজলিসে তাদের প্রশংসা করেন।

ব্যাখ্যা ঃ–উক্ত হাদীসের প্রতি দৃষ্টি পাত করলে বোঝা যায় যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাদীসে জিকিরের কথা বলেছেন,

ইহা জিকির থেকে দোয়া উদ্দেশ্য অর্থাৎ যে জামায়াত বা দল দলবদ্ধ ভাবে আল্লাহর দরবারে দোয়া করে তাদের সকলকে ফারিস্তা মন্ডলী ঘিরে নেয় এবং তাদের উপর আল্লাহ তায়ালার রহমাত বর্ষিত হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দলবদ্ধ ভাবে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ দলবদ্ধ ভাবে দোয়া করলে আল্লাহর নিকট অতি শীঘ্র কবুল হয়। এবং এটাও বলা হয়েছে যে, যেখানে চল্লিশজন ব্যক্তি একত্রিত হয় তাদের মধ্যে একজন আল্লা ওয়ালা থাকেন যার কারণে দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। তাহলে বোঝা গেল একাকী দোয়া করার চেয়ে দলবদ্ধ ভাবে দোয়া করা হচ্ছে অতি উত্তম।

(১৪) মজলিসে বসে দোয়া করা উচিৎ।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ یَذْکُرُوا اللّٰهَ فِیْهِ وَلَمْ یُصَلُّوْ

ا عَلٰی نَبِیِّهِمْ اِلَّا کَانَ عَلَیْهِمْ تِرَةً فَاِنْ

شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُمْ.

(তিরমিযী শরীফ ১৭৫ পৃষ্ঠা, ২য় খন্ড, দোয়ার অধ্যায়)

অনুবাদ ঃ–হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যদি কেউ কোন মাজলিসে বসে আর সেই মাজলিসে আল্লাহর জিকির না করে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ না করে তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, যদি আল্লা চায় তাদের কে আযাব ও দিতে পারেন আর যদি চান তবে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

ব্যাখ্যা ঃ–উক্ত হাদীসে পরিস্কার হয়ে গেল যে দলবদ্ধ ভাবে কোন স্থানে জমা হয়ে দোয়া করা জায়েজ এবং সুন্নাত। সেইসাথে নবীর প্রতি দরুদ পড়া অপরিহার্য্য, না পড়লে হাদীস অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা আল্লাহ বলেন যদি তোমরা আমার নৈকট্য লাভ করতে চাও তাহলে প্রথমে আমার নবীর নৈকট্য লাভ করতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং নবীকারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে বেশী আমার প্রতি দরুদ পড়বে সে বেশী আমার নৈকট্য লাভ করবে। তবে বোঝা গেল নবীর প্রতি অধিক পরিমানে দরুদ পড়তে হবে তাহলে নবীর নৈকট্য লাভ করা যাবে। তাই আমার পাঠক বৃন্দের কাছে আবেদন–আপনারা সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি অধিক পরিমানে দরুদ পড়ুন। মহান আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে নবীর প্রতি দরুদ পড়ার তৌফিদ দান করেন। আমীন।

(১৫) হাত উঠিয়ে দোয়া করা সুন্নাত ঃ—

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَ يْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ .

(আবু দাউদ শরীফ ২০৯ পৃষ্ঠা নামাযের অধ্যায়, দোয়া বর্ণনা)

অনুবাদঃ–সাইব ইবনে ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজের পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন দোয়া করতেন,তখন দু হাত উত্তলন করতেন এবং পরিশেষে নিজের মুখমন্ডলীর উপর হাত ফিরিয়ে নিতেন।

ব্যাখাঃ–উপরোক্ত হাদিস থেকে বোঝা গেল যে,দোয়া করা এবং দোয়ার শেষে হাত চেহরায় ফিরিয়ে নেওয়া সুন্নাত রয়েছে। আবু দাউদ নামাজের অধ্যায়ের অন্য এক রেওয়াতে হজরত আবু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন যে,তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মক্কা মুকাররমা থেকে মদিনা মানুয়ারার দিকে রওনা হলাম,যখন আমরা আযুরা নামক স্থানের নিকটে পৌছালাম,তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উট থেকে অবতরণ করলেন অতঃপর দুই হস্থ উত্তলন করে কিছুক্ষন আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন,দোয়া সমাপ্তের শেষে সেজদায় রত হলেন, তারপর সেজদা থেকে উঠে পুনংরায় কিছুক্ষন দোয়া করলেন। এই রূপ তিন বার করলেন,অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন আমি মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলাম এই জন্য যে,আমার উম্মতের শাফায়াতের ভার যেন আমাকে দেওয়া হয়।

তাই আল্লা তা আলা আমার প্রথম পার্থনাই উম্মতের তিন ভাগের এক ভাগ আমার অধিনে করে দিলেন। তাই উনার কৃতজ্ঞতার জন্য সেজদা করলাম। দ্বিতীয় পার্থনাই তিন–ভাগের দু–ভাগ আমার অধিনে করলেন। এবং তৃতীয় পার্থনাই অবশিষ্ঠ উম্মতের ভার আমাকে অর্পন করলেন। তাই উনার কৃতজ্ঞতার জন্য পুনরায় সেজদা করলাম। উক্ত হাদিস দুটি থেকে এটাই সংগ্রহ হল যে,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন দোয়া করতেন তখন দু হাত উত্তলন করতেন এবং দু হাতের মধ্যে কিছুটা ফাঁকা রাখতেন,এবং দোয়ার পরিশেষে দু হাত মুখমন্ডলীর উপর ফিরিয়ে নিতেন। সুতরাং দোয়ার জন্য হাত উত্তলন করা এবং চেহরায় ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে সুন্নাতে রাসুল।

(১৬) ওসিলা নিয়ে দোয়া করা জায়েজ ঃ—

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ كَانَ اِذَا قَحَطُوْا اِسْتَسْقَى بِاالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ رضى اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَاصلى اللّٰهُ عليه وسلم فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَا سْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ .

(বুখারী শরীফ কিতাবুল ইসতিসকা ১৩৭ পৃষ্ঠা প্রথম খন্ড)

অনুবাদঃ–হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে,হযরত উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর তদ্দানীন কালে যখন মানুষ সমূহ অনাবৃষ্টির সম্মুখহীন হত তখন হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর ওসিলা (মাধ্যম) নিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন। এবং বলতেন হে আল্লাহ আপনার মহান দরবারে আমরা সকলে যখন আপনার নবীর ওসিলা নিয়ে দোয়া করতাম,তখন আপনি আমাদের উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করতেন,এবং এখন আমরা তোমার দরবারে তোমার নবীর চাচার ওসিলা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি,সুতরাং আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। বর্ণনা কারী বলেন তৎক্ষনাৎ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ হত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাখাঃ–বুখারী শরীফের এই হাদিস থেকে পরিস্কার হয়ে গেল যে,আল্লা তা আলার দরবারে দোয়া করার সময় নবী ও ওলি এবং অন্যান্য মোমিন গনের ওসিলা (মাধ্যম) নিয়ে দোয়া করা জায়েজ। এবং এটা এমন এক মাসলা যার উপর সমস্ত সাহাবাগন একমত কেননা প্রকাশ পাচ্ছে যে হযরত উমার ফারুকের সঙ্গে এক হাজারের অধিক সাহাবী দোয়াতে যোগদান করেছিলেন,এবং তিনারা সকলেই এই দোয়া শ্রবণ করেছিলেন,পরে যদি ওসিলার সঙ্গে দোয়া করা শিরক বা গুনহা হত,

তাহলে না হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দোয়া করতেন না সাহাবীগন সেটা কে পছন্দ করতেন,যদি কিঞ্চিত পরিমান ও শরিয়াতের বিপরীত হত,তাহলে এতগুলো সাহাবী কখনই এই দোয়া কে মেনে নিতেন না,বরং হযরত উমার কে সাবধনতা করে দিতেন। কিন্তু যখন হযরত উমার ফারুক এই ভাবে দোয়া করলেন এবং সমস্ত সাহাবাগন সেটা কে পছন্দ করে আমীন বললেন,তখন এটা ইজমা হয়ে গেল যে ওসিলা নিয়ে দোয়া করা জায়েজ এবং সাহাবাগনের সুন্নাত আছে।

(১৭) নবীর ওসিলায় অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পেল ঃ—

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّ رَجُلاً ضَرِيْرَالبَصَرِ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يُّعَافِيَنِى قَالَ اِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَاِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌلَّكَ قَالَ فَادْعُهُ قَالَ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوْئَهُ وَيَدْعُوْا بِهٰذَا الدُّعَاءِ . اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ اِنِّى تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهِ لِتُقْضٰى لِىْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ.

(তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা , কিতাবুদ দাওয়াত দেওবন্দী ছাপাখানা)

অনুবাদঃ–হযরত উসমান বিন হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে,এক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন জানালেন ইয়া রাসুলুল্লাহ আল্লার দরবারে পার্থনা করুন যেন আমার দৃষ্টি ফিরে আসে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন যদি তুমি চাও তবে তোমার জন্য আখেরাতের উত্তম ব্যবস্থা করে দেব এবং তুমি যদি চাও তবে দোয়াও করে দেব। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন যে ,দোয়া করে দেন,অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন উত্তম রূপে ওযু করে দু রাকাত নামাজ পড়ে আমার নামের ওসিলা নিয়ে এই দোয়া কর "আল্লঅহুম্মা ইন্নি" থেকে শেষ পর্যন্ত তাহলে তুমি দৃষ্টি ফিরে পাবে। উক্ত দোয়ার অর্থ হে আল্লাহ আমি তোমার দরবারে তোমার হাবিবের ওসিলা নিয়ে দোয়া করছি ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমি আপনার ওসিলা নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়েছি যেন আমার উদ্দেশ্য পুরণ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে– وَقَدْ كَشَفَ اللّٰهُ عَنْ بَصَرِهِ.

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তার চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ–উপরোক্ত হাদীসটি থেকে উন্মুক্ত হয়ে গেল যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ওসিলা নিয়ে দোয়া করা জায়েজ, বরং সাহাবাগণের সুন্নাত এবং এর নির্দেশ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজেই দিয়েছেন। নবীয়ে পাক সাহিবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ওসিলা (মাধ্যম) খোঁজ কর কেননা ওসিলা হচ্ছে জান্নাতের দরওয়াজা। যে ব্যক্তি আমার ওসিলা খোঁজ করবে তার জন্য আমার শাফায়াত অপরিহার্য্য হয়ে যাবে।

উক্ত হাদীস থেকে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী ব্যতিত অপরের ওসিলা নিয়ে দোয়া করা জায়েজ। এই জন্য হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দোয়া করার সময় বলতেন হে আল্লাহ প্রথমে তোমার নবীর ওসিলা নিয়ে দোয়া করতাম এবং এখন তোমার নবীর চাচার ওসিলা নিয়ে দোয়া করছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এখান থেকে প্রমাণ হয়ে গেল নবী এবং নবী ব্যতিত জীবিত এবং কবরে শায়িত সকলের ওসিলা নিয়ে দোয়া করা জায়েজ।

১৮) মৃতকে কবরস্থ করার পর দোয়া করতে হবে।

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ ثُمَّ سَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِتِ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْأَلُ.

(আবু দাউদ শরীফ ৪৫৯ পৃষ্ঠা, আযাব কবর অধ্যায়)

অনুবাদ ঃ–হযরত উসমান গনী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করতেন। তারপর সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেন এবং বলতেন তোমাদের মুসলমান ভাই এর পাপ মোচণের জন্য দোয়া কর এবং ইসলামে অটল থাকার অর্থাৎ সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য দোয়া করো কেননা তাকে এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে।

ব্যাখ্যা ঃ–উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ হল যে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর সেখানে কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে কবরস্থ ব্যক্তির জন্য দোয়া করা সুন্নাত রয়েছে। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজে দোয়া করেছেন। এবং সাহাবাগণকে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, যখন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা সম্পূর্ণ হয়ে যেত তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কবরের পার্শে দাঁড়িয়ে দোয়া করতেন। হে আল্লাহ আমার সাথী তোমার মেহমান হয়েছে। প্রশ্ন করার সময় তাঁকে সঠিক ভাবে উত্তর দেওয়ার তৌফিক দান কর এবং তাঁকে কবরের সমস্ত আযাব থেকে পরিত্রাণ দাও। উক্ত হাদীসের শেষ অংশে বলা হয়েছে–

সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য দোয়া কর কারণ মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার সময় তার এক পাশে শয়তান থাকে এবং তাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। এই কারণে তার জন্য দোয়া করো যেন সে সঠিক উত্তর দিতে পারে। দ্বিতীয় এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত সাআদ বিন মুআয রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে দাফন করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ পর্যন্ত সুবহানাল্লাহ পড়ছিলেন এবং সাহাবাগণও হুজুরের সঙ্গে পড়ছিলেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার পড়তে লাগলেন এবং সাহাবাগণও হুজুরের সঙ্গে পড়ছিলেন। অতঃপর হুজুরকে জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রাসুলুল্লাহ প্রথমে সুবহানাল্লাহ এবং পরে আল্লাহু আকবার কেন পড়ছিলেন ? উত্তরে রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন–সাইদ বিন মুআজ এর কবরকে সংকীর্ণ করা হয়েছিল। সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পড়ার কারণে তার কবরকে আল্লাহ তায়ালা প্রসস্থ করে দিলেন। তাহলে বোঝা গেল মৃত ব্যক্তির কল্যানের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজেই কবরস্থ করার পর আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলেছেন এবং এই কলেমা বা শব্দ আজানের মধ্যে ছয়বার আছে। সুতরাং কবরে আজান দেওয়া নবীর সুন্নাত যাহা হাদীস থেকে প্রমাণিত।

১৯) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি মোমিনের অন্তরে বিরাজ করেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ.

মিশকাত শরীফ ২৬৩ পৃষ্ঠা

অনুবাদ ঃ–আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমি মোমিনগণের আত্মা সমূহের চেয়েও তাদের অধিক নিকটে আছি।

ব্যাখ্যা ঃ–উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হল যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি মোমিনের আত্মার চেয়েও নিকটে আছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারণ স্বয়ং রাব্বুল আলামিন বলেন যে –"আনফুসিকুম"
অর্থাৎ আমি তোমাদের মধ্যে আছি এবং দ্বিতীয় জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেন–

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ.

অর্থাৎ আমি তোমাদের শিরা উপশিরার চেয়েও অধিক নিকটে আছি। আল্লাহ তায়ালা অন্য এক স্থানে বলেন যে হে মুহবুব যদি আমার বান্দাগণ আমার ঠিকানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলেন যে আল্লাহ তায়ালা সব সময় প্রতিটি স্থানে তোমাদের নিকটে থাকেন। কারণ এক হাজার কাবার চেয়ে মানুষের একটি অন্তর বা কাল্ব হচ্ছে অতি উত্তম। কেননা কাবা শরীফ হযরত ইব্রাহিম আলায়হিস সালাম তৈরী করেছেন এবং মানুষের অন্ত বা দিল স্বয়ং খোদা তায়ালা নিজেই বানিয়েছেন। অতঃপর বান্দাগণ জিজ্ঞাসা করল হে মাওলা যখন তোমার কানুন বা নিয়ম এটাই যে যেখানে তুমি সেখানে তোমার মাহবুব কলেমার একাংশে তুমি দ্বিতীয়ংশে তোমার হাবিব তবে তুমি যখন আমাদের অন্তরে তাহলে বলো তোমার মাহবুব কোথায় আছে। তৎক্ষনাৎ আল্লাহ তায়ালা উত্তর দিয়ে বলেন–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ.

অর্থাৎ আমি তোমাদের শিরা উপশিরার চেয়েও অধিক নিকটে আছি এবং আমার হাবিব "মোমিনের আত্মার চেয়েও অধিক নিকটে আছে"।
উপরোক্ত উভয় আয়াতের প্রতি গভীর ভাবে দেখলে বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য "ফি আনফুসিকুম" অনিদৃষ্ট করে বলে আমি প্রতিটি মানুষের আত্মার মধ্যে বিরাজমান আছি এবং যখন নবীর প্রসঙ্গে বলেন তখন "বিল মোমিনীন" বলে নিদৃষ্ট করে দিলেন যে আমার মাহবুব মোমিনের আত্মার চেয়েও অধিক নিকটে আছেন। এই জন্য যে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত বান্দাকে সৃজন করেছেন তিনিই হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্ঠা বা প্রতিপালক এই জন্য তিনি কাফিরের অন্তরে এবং মোমিনের অন্তরে বিরাজমান আছেন। কিন্তু তাঁর মাহবুব পাক ও পবিত্র এবং কাফিরের অন্তরে অপবিত্র বা নাপাক এই জন্য মহান রাব্বুল আলামিন নিজের হাবিবকে কাফিরের অন্তরে রাখলেন না। যেমন আগুন ও পানি একত্রিত হতে পারে না, হারাম ও হালাল সমকক্ষ হতে পারে না তদ্রুপ পবিত্র অপবিত্রের মধ্যে স্থাপন করতে পারে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই জন্য মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয়তম হাবিবকে কাফিরদের অন্তরে না রেখে মোমিনের অন্তরে বিরাজমান করলেন।

২০) নবীর ভালবাসা সবার উপরে রাখতে হবে।

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

(বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ঈমানের অধ্যায়,৭ পৃঃ)
অনুবাদঃ– হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মোমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার পিতা মাতা সন্তান সন্ততী এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে আমাকে বেশী ভাল না বাসবে।
ব্যাখ্যা ঃ–কারো প্রতি নিজেকে সমর্পণ করা বা নত হওয়ার নাম হচ্ছে মহাব্বত বা ভালবাসা। উপরোক্ত হাদীসের মধ্যে "ফি আনফুসিকুম" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার আভিধানিক অর্থ "মোমিন নয়" এই মোমিন থেকে উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ ইমানদার নয়। তাহলে বুঝা গেল যতক্ষন পর্যন্ত পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন, পরিবার পরিজন এমনকি পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে নবীকে ভালো না বাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মোমিন হবে না।

অন্য এক রওয়ায়েতে বর্নিত আছে যে, একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন হে উমার তোমার এখন কি অবস্থা অর্থাৎ তুমি শুধু আমাকে ভালোবাস না আমার সঙ্গে অন্য কাউকে ভালোবাসো ? তখন হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন যে, আমি হুজুরকে ভালোবাসি এবং সেই সাথে আমার পরিবারবর্গকে ভালোবাসি। তৎক্ষনাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত উমারের বক্ষস্থলে নিজের হস্ত মোবারক রাখলেন অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন হে উমার তোমার এখন কি অবস্থা ?

হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন আমার পরিবার পরিজনের ভালবাসা নির্গত হয়ে গেছে কিন্তু আমার নিজের আত্মার মমতা থেকে গেছে। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার তাঁর পবিত্র হস্ত মোবারক হযরত উমারের বক্ষস্থলে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, উমার এখন তোমার কি অবস্থা ? হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন- ইয়া রাসুলুল্লাহ আমার অন্তর থেকে সকল বস্তু সমূহের ভালবাসা নির্গত হয়ে গেছে কেবলমাত্র আপনার ভালোবাসা অবশিষ্ঠ আছে। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন এখন তুমি পরিপূর্ণ মুসলমান হিসাবে গন্য হলে। উক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে সমস্ত বস্তু সমূহের উপরে এমনকি নিজের আত্মার চেয়েও নবীকে অধিক পরিমানে ভালবাসতে হবে। তবেই আপনি পরিপূর্ণ মোমিন গণের মধ্যে গন্য হবেন।

২১) নবীগণের শরীরকে মাটিতে খায় না।

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثِرُوْا الصَّلٰوةَ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهُ مَشْهُوْدٌ يَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَاِنَّ اَحَدٌ اَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ اِلَّا عُرِضَتْ عَلَىَّ صَلٰوتُهُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِىُّ اللّٰهِ حَىٌّ يُرْزَقُ.

(মিশকাত শরীফ ১২১ পৃষ্ঠা, ইবনে মাযা ৭৭ পৃষ্ঠা)

অনুবাদ ঃ-আবু দারদা রাদিয়াল্লঅহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে আমার উপর জুময়ার দিনে বেশী করে দরুদ পাঠ কর। কেননা এটি হল ফারিস্তাবর্গের উপস্থিতির দিন। এই দিনে ফারিস্তা মন্ডলী উপস্থিত হয় এবং সমস্ত দরুদ পাঠকারীর দরুদ পাঠের পূর্বেই আমার নিকট তাহার দরুদ পৌছে দেওয়া হয়। হযরত আবু দারদা বলেন-আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ আপনার ইন্তেকালের পরেও কি পৌছাই ?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন-আল্লাহ তায়ালা নবীদের শরীরকে খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছে সুতরাং আল্লাহর নবীগণ জীবিত আছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের রুজি দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যা ঃ-উক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, জুময়ার দিনে অধিক পরিমানে দরুদ পাঠ করতে হবে। কেননা এই দিনে আল্লাহ পক্ষ থেকে ফারিস্তাগণ অবতীর্ণ হন এবং দরুদ পাঠকারীর দরুদ শ্রবণ করতে থাকেন এবং নবীর দরবারে তা পৌঁছে দেন। উক্ত হাদীস হতে এটাও পরিস্কার হয়ে গেল যে হযরত আদম আলায়হিস সালাম থেকে ঈশা আলায়হিস সালাম পর্যন্ত যত নবী এসেছেন। তাঁরা কেউ মরে মাটির সাথে মিশে যাননি বরং সকলেই জীবিত আছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রুজি পাচ্ছেন।

২২) নামাজ প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস ঃ—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَّ نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَّهُ نُوْرٌوَّلَا بُرْهَانٌ لَا نَجَاةٌ وَّكَانَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَ اُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ .

(দূররে মানসুর)

অনুবাদ ঃ- যে ব্যক্তি নামাজের প্রতি গুরুত্ব দিবে তার জন্য এই নামাজ কিয়ামতের দিবসে জ্যোর্তিময় হবে। এই নামাজ হিসাব নিকাশের সময় স্বাক্ষী দিয়ে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ করাবে। যে ব্যক্তি নামাজের প্রতি গুরুত্ব দিবে না তার জন্য কিয়ামতের দিবসে কোন আলো থাকবে না জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাবে না এবং তার হিসাব নিকাস ফেরাউন হামান ও উবাই ইবনে খালফের সঙ্গে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাখ্যা ঃ– উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যদি নিয়মিত নামাজ পড়া হয় তাহলে এই নামাজ সর্ব সময় কার্য্যকারী হবে যেমন কিয়ামতের দিবসে আপনার জন্য আলোকিত হবে এমনকি এই নামাজ আপনাকে শাফায়াত করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি নামাজ পড়বে না কিয়ামতের দিন তার জন্য কোন রকম নুর বা আলোর ব্যবস্থা থাকবে না। তার হিসাব নিকাস বিশিষ্ঠ কাফের ফেরাউন হামান এর সঙ্গে হবে। অবশেষে তাদের সঙ্গে জাহান্নামে যাবে।

২৩) জামায়াতের সঙ্গে নামাজ পড়ার ফজিলত।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَّى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمً فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ.

(তিরমিযী শরীফ ৩৩ পৃষ্ঠা)

অনুবাদ ঃ– হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবৎ বিরতহীন ভাবে এই রূপ নামাজ পড়বে যে,তার প্রথম তাকবীর যেন না ছুটে তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য দুটি সু সংবাদ রয়েছে। একটি দোযখ থেকে পরিত্রাণ এবং অপরটি সম্পদ হীনতা থেকে পরিত্রাণ।

ব্যাখাঃ–উপরোক্ত হাদিসে জামায়াতের সঙ্গে নামাজ পড়ার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যদি কোন ব্যক্তি একাধিক ভাবে চল্লিশ দিন জামায়াতের সঙ্গে নামাজ আদায় করে তাহলে সে ব্যক্তি জাহান্নামের অগ্নি শিখা দেখে পরিত্রান পাবে। এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে,আমার মন চায়ছে যে,আমি যুব সম্প্রদায় কে নির্দেশ দিয় যেন তারা কাঠ কুঠারী একত্রিত করে আমার নিকটে নিয়ে আসে অতঃপর আমি ঐ সমস্ত লোক সমূহের নিকটে যাই, যারা বিনা কারণে আপন কক্ষে নামাজ আদায় করছে এবং তাদের কক্ষ সমূহ কে

জ্বালিয়ে দিই। এ থেকে বুঝা গেল যে,জামাতে নামাজ না পড়া কত গুনহা যে,হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে অধিক দয়ালু হওয়া সত্তেও জামাতে নামাজ না পড়া ব্যক্তিদের ঘর বাড়ি কে জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন।

২৪) আল্লার নিকটে অতি উত্তম ইবাদত হল নামাজ ঃ-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلٰوةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ اَىُّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ৭৬ পৃষ্ঠা নামাজের অধ্যায়।

অণুবাদঃ–হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলাম,আল্লাহ তা আলার নিকটে কোন আমল অধিক প্রিয় উত্তরে তিনি বললেন সময়ে নামাজ আদায় করা। পুনঃরায় জিজ্ঞাসা করলাম তার পর কোন আমল উত্তরে তিনি বললেন মাতা–পিতার সঙ্গে শত ব্যবহার করা,আমি বললাম তার পর কোন আমল উত্তরে বললেন আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

ব্যাখাঃ–উক্ত হাদিসের প্রতি গভীর ভাবে দৃষ্টি পাত করলে তিনটি জিনিস বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথমতঃ–রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বলেন আল্লাহর নিকটে অতি উত্তম আমল হলো নামাজ,যে নামাজ সঠিক সময়ে আদায় করা হয়। অর্থাৎ নির্দ্ধারীত সময়ের মধ্যে নামাজ পড়া,বিনা কারনে নামাজ কাজা করা হারাম এবং সে ব্যক্তি আযাবের অধিকারী,যার প্রসঙ্গে মহান রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ.

অর্থঃ–সুতরাং ঐ নামাযীদের জন্য অর্নিষ্ট রয়েছে যারা আপন নামাজ থেকে ভুলে বসেছে। অর্থাৎ যারা ইচ্ছা কৃত সময় অতিক্রম করে নামাজ পড়ে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত আয়াতে ওয়াইল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, ওয়াইল হচ্ছে ৭টি দোযখের মধ্যে একটি দোযখের নাম। যার মধ্যে বে-নামাজী এবং যারা কারণহীন ভাবে নামাজ কাযা করে সেই সব লোক সমূহের সেখানে নিক্ষেপ করা হবে। কোরআনের দ্বিতীয় এক আয়াতে বলা হয়েছে–

فَخَلَفَ مِنْ م بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوْا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوْ الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَيًا .

অর্থাৎ ঃ–শেষ সময় এমন কিছু মানুষের আবির্ভাব হবে, যারা নামাজকে বরবাদ করে দেবে এবং নিজের উচ্ছানুসারে চলফেরা করবে। অতি নিকটে তারা আযাবের মধ্যে লিপ্ত হবে। তাদের জন্য জীবন বড়ই কষ্টকর হবে। উক্ত আয়াতের শেষ অংশে গাইয়ুন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। গাইয়ুন দোযকের মধ্যে একটি দোযখের নাম যার গভীরতা সব থেকে বেশী হবে এবং যার মধ্যে বে-নামাজী, জেনাকারী, মদ্যপানকারী, সুদ ভক্ষণকারী এবং যারা পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয় তাদের নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে সেই ভয়াবহ দোযখ থেকে পরিত্রাণ দেন। আল্লাহুম্মা আমীন। হাদীসের মধ্যাংশে বলা হয়েছে নামাজের পরে উত্তম আমল হল পিতা-মাতার সহিত সৎ-ব্যবহার করা। এই সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামিন নবীর ভাষায় কোরআনপাকে ইরশাদ করেন–

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَنًا وَقُل رَّبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا

তোমরা পিতা-মাতার সহিত সৎ-ব্যবহার করো। তাদের কোন একজন কিংবা উভয়েই তোমার সম্মুখে বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছালে তুমি, তারা দুঃখ পায় এমন কোন ব্যবহার করিও না। তাদের সেবা করতে বিরক্ত বা কষ্টবোধ করিও না। তাদের সহিত বিনীত আচরণ করিও। আর আপ্রাণ চেষ্টা করিও তাদের খেদমত করার। তাদের জন্য এই বলিয়া দোয়া করিও যে, হে আল্লাহ তায়ালা আমার শৈশবে যে রূপ দয়া মায়ার সহিত এরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন তদ্রূপ তুমি তাদের প্রতি দয়া করো।

মহান রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের সকলকে পিতা-মাতার খেদমত করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহু আমিন।

২৬) খুৎবার আজান মাসজিদের বাইরে দিতে হবে।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ قَالَ كَانَ يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَىِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رضى الله عنه

(আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা)

অনুবাদ ঃ–হযরত সাইব বিন ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত–তিনি বলেন, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জুমার দিনে খুৎবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে বসতেন তখন খুৎবার আজান মাসজিদের দরওয়াজায় দেওয়া হত এবং আবু বাকার ও উমার ফারুকের সময় এই ভাবেই আজান দেওয়া হত।

ব্যাখ্যা ঃ–উপরোক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট ভাবে জানা গেল যে জুমার দিনে খুৎবার আজান মাসজিদের বাইরে দিতে হবে। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জামানায় জুমার খুৎবার আজান মাসজিদের দরওয়াজায় দেওয়া হত এবং হযরত উমার ও উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জামানায় এই ভাবেই আজান দেওয়া হত। পরবর্তি কালে সাহাবাগণও এই ভাবেই আজান দিয়েছেন আর এটাই সুন্নাত।

২৭) সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরে কানে আজান দিতে হবে।

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اَذَّنَ فِىْ اُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِّىٍ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلٰوةِ .

মিশকাত শরীফ ৩৬৩ পৃষ্ঠা, তিরমিযী শরীফ ও আবু দাউদ শরীফ)

অনুবাদ ঃ–হযরত আবু রাফেই রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হযরত হাসান ইবনে আলীর কানে আজান দিতে দেখেছি। যখন হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে জন্ম দিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাখ্যা ঃ–হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন ভূমিষ্ট হলেন অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার কানে আজান দিলেন যেমন নামাজের জন্য আজান দেওয়া হয়। হযরত হাসান বলেন সন্তানের ডান কানে আজান এবং বাম কানে তকবীর দিলে তাকে উম্মে সিবয়ান (এক ধরণের মৃগী রোগ) হবে না। এবং এটাই সুন্নাত এতে সন্তানের কানে প্রথমেই আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নাম প্রবেশ করছে। আজানের ধ্বনীতে তৎক্ষনাৎ শয়তান পালিয়ে যায়। এখান থেকে জানা গেল আজান শুধু নামাজের জন্য নিদৃষ্ট নয় বরং নামাজ ব্যতিতও আজান দেওয়া সুন্নাত আছে।

২৭) রোজা সমস্ত গুনাহকে মোচন করে দেয়।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانَ وَّاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَّلَدَتْهُ اُمُّهُ وَفِىْ رَوَايَةٍ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اَوَّلَهُ اِلٰى اٰخِرِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَّلَدَتْهُ اُمُّه‘.

(বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ২৫৫ পৃষ্ঠা)

অনুবাদ ঃ–যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় রমজান মাসের রোজা রাখে সে গুনাহ হতে এমন নিষ্পাপ হয়ে যায় যেমন মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ট হওয়ার দিন নিষ্পাপ ছিল।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি রমজান মাসের রোজা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঠিক ভাবে আদায় করল সে গুনাহ হতে নিষ্পাপ হয়ে এমন ভাবে বেরিয়ে আসল যেমন মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ট হওয়ার দিন পাপ মুক্ত ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ– রমজান মাসের রোজা প্রত্যেক সাবালক ও সাবালিকা মোমিন নরনারীর জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য (ফরজ)। যাহা পালন করলে অধিক নেকীর অধিকারী হওয়া যায় যাহা হাদীস থেকে প্রমাণিত। এমনকি প্রত্যেক ইবাদাতের সুফল ইবাদাতকারী পাবে কিন্তু তাহা ফারিশতাদের মাধ্যমে। আর রোজাদারের ফল যাহা কিছু দিবেন তাহা স্বয়ং আল্লাহ স্বহস্তে দিবেন।

২৮) রোজার প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা স্বহস্তে দিবেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلَّا الصِّيَامَ هُوَلِىْ وَاَنَااَجْزِىْ بِهِ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ .

(মুসলীম শরীফ ১ম খন্ড ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

অনুবাদ ঃ–হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন যে,আদমের সন্তান রোজা ব্যতিত সমস্ত ইবাদত নিজের জন্য করে এবং রোজা আমার জন্য করে এবং এর প্রতিদান আমি নিজেই দেবো। ঐ আল্লার কসম যার কুদরতী হস্তে মুহাম্মদের জান রয়েছে। আল্লাহ তা আলার নিকটে রোজা দারের মুখের গন্ধ মুশকে আম্বারেয় চেয়ে অধিক সুগন্ধ।

২৯) যাকাত আদায় না করার প্রতিফল ঃ—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّزَكوتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاخُذُ بِلَهْدِ مَتَيْهِ يَعْنِ شَدَقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الْاٰيَةِ .

মিশকাত,যাকাতের অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদ। বুখারী শরীফ

অণুবাদঃ–হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যাকে ধন ও সম্পদ দেওয়া হয়েছে তা সত্তেও যদি সে যাকাত প্রদান না করে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহলে তার সম্পদ কিয়ামতের দিন ভয়ংকর সর্পের রূপ ধারণ করবে এবং কিয়ামতের দিবসে সেই সর্প তার কণ্ঠদেশ কে জড়িয়ে ধরবে এবং তার চিবুর দুই পাসকে ধরে টানবে এবংবলতে থাকবে,আমি তোর গোচ্ছিতো মাল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত শরীফ পাঠ করলেন যাহার অর্থ– এবং যে কৃপণতা করে ঐ সমস্ত জিনিসে যা আল্লা তা আলা তাকে নিজের করুনায় দিয়েছে কখনই সেটাকে নিজের জন্য উত্তম মনে করিও না। কেননা সেটা তোমার জন্য ক্ষতিকারক এবং যারা কার্পন্য করে জিনিসের মধ্যে,যা আল্লাহ তাদের কে আপন করুনায় দান করেছেন,তারা কখনো যেন সেটাকে নিজের জন্য মঙ্গল জনক মনে না করে বরং সেটা তাদের জন্য অমঙ্গল জনক। (৪ পারা,সূরা আল ইমরান আয়াত নং ১৮০)

যাকাতের মাস আলা ঃ— প্রত্যেক মুসলমান নরওনারী যে মালিক নেসাব,তার উপর যাকাত আদায় করা ফরজ। আল্লা তা আলা পবিত্র কোরানে বলেছেন,"আক্বিমূস স্বালাতা,ওয়া আতুয যাকাত"নামায আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। যাকাত আদায় করা ফরজ,ইহা অমান্য কারী কাফির। আর যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না সে ফাসিক। যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে,যেমন মুসলমান হওয়া,সাবলোক হওয়া জ্ঞান সম্পূর্ন হওয়া,এদের উপর যাকাত ওয়াজিব,এবং মালিকে নেসাব হওয়া,অর্থাৎ সাড়ে সাত ভরি সোনা অথবা সাড়ে বাহান্ন ভরি চাঁন্দির মালিক যে ব্যক্তি হবে সেই ব্যক্তি মালিকে নেসাব,তার উপর যাকাত ফরজ। তিরমিযী শরীফ।

৩০) ধোঁকাবাজ মুসলমান ঃ—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّانِ اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّئَابِ يَقُوْلُ اللّٰهُ أَبِىْ يَغْتَرُّوْنَ اَمْ عَلَىَّ يَجْتَرِئُوْنَ فَبِىْ حَلَفْتُ لَاَبْعَثَنَّ عَلٰى اُولٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ .

অনুবাদঃ–হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্নিত,তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে,শেষ জামানায় এমন কিছু সংখ্যাক মানুষের আর্বিভাব হবে যারা দ্বিনের (ইসলামের) পরিবর্তে দুনিয়া সংগ্রহ করবে,মানুষের সামনে বাঘের ন্যায় পোষক পরিধান করবে,এবং তাদের কথায় মাধুর্যতা মিষ্টির চেয়ে অধিক মিষ্টান্ন হবে। কিন্তু তাদের অন্তর খানা হিংস জন্তুর ন্যায় ভয়ংকার হবে। আল্লা তা আলা ইরশাদ করেছেন আমাকে ধোকা দিচ্ছো অথবা আমার উপর ক্ষমতা দেখাছো আমি আমার কসম করে বলছি ঐ সমস্ত লোকদের উপর তাদেরই মধ্যে থেকে এমন বিবাদ সৃষ্টিকারী প্রেরন করব,যারা তাদের কে ধবংশ করে ছাড়বে।

৩১) বাতিল পন্থীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ مَرِضُوْا فَلَا تَعُوْدُ هُمْ وَاِنْ مَاتُوْا فَلَا تَشْهَدُوْهُمْ وَاِنْ لَقِيْتُمُوْ هُمْ فَلَا تُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ وَلَا تُجَا لِسُوْ هُمْ وَلَا تُشَارِبُوْهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوْهُمْ وَلَا تُنَا كِحُوْهُمْ وَلَا تُصَلُّوْا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوْا مَعَهُمْ .

–মুসলীম শরীফ

অনুবাদঃ–হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাহ করেছেন,যদি তারা (বাতিল পন্থী) অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে,তাদের কে দেখতে যেও না। যদি তারা মারা যায় তাদের জানাযায় উপস্থিত হয়েও না। যদি তাদের সঙ্গে সাক্ষাত হয় তবে সালাম দিওনা,তাদের নিকটে বসিয়োও না,এবং তাদের সঙ্গে পানাহার করিও না,তাদের সঙ্গে বিয়ে দিওনা,তাদের সঙ্গে নামাজ পড়িও না ,এবং তাদের কেও তোমাদের সঙ্গে নামাজ পড়তে দিও না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাখাঃ–উক্ত হাদিস থেকে এটাই সংগ্রহ হল যে,যার আকিদা কুফর পর্যন্ত পৌছে গেছে,যেমন নবী কে আমাদের মতো মানুষ বা বড়ো ভাই বলে আখ্যায়ত করা ইলমে গাইব কে অস্বীকার করা নবী কে হাযির ও নাযির না মানা নামাজের মধ্যে নবীর স্বরনের চেয়ে শায়তানের স্মারণ কে উত্তম বলে মানা। এহেন আকিদা যারা পোষন করে তাদের প্রসঙ্গে উক্ত হাদিসে বলা হয়েছে,তাদের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা যাবে না,সম্পর্ক রাখা হারাম রয়েছে। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে তাকে সেই ব্যক্তির সঙ্গে কিয়ামতের দিবসে উঠানো হবে।

৩২) কাফেরদের কে দুনিয়াতেই তার নেকীর বদলা দেওয়া হয়।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطٰى بِهَا فِى الدُّنْيَا وَيُجْزٰى بِهَا فِى الْاٰخِرَةِ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَاعَمِلَ بِهَا فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا اَفْضٰى اِلَى الْاٰخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزٰى بِهَا .

মুসলীম শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ৩৭৪ পৃষ্ঠা

অনুবাদঃ–হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। যদি কোন মোমিন দুনিয়াতে নেকী করে তাহলে আল্লা তাআলা তার নেকীর প্রতিদান আখেরাতে দিবেন,এবং যখন কোন কাফের দুনিয়াতে কোন নেকী করে তখন আল্লা তা আলা তার প্রতিদান দুনিয়ার মধ্যেই দিয়ে দেন। সুতরাং আখেরাতের তার কোন নেকী অবশিষ্ট থাকবে না যে,তার প্রতিদান সে পাবে।

ব্যাখাঃ–উক্ত হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বানীতে ইহা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত যে,একজন মোমিন কে আল্লা তায়ালার উপর ভরসা রেখে ধয্য ধারণ করে একজন পূণ্য মোমিন রুপে পরিচয় দিতে হবে।

দুনিয়া দারের ধন সম্পতী বিষয়বস্তু টাকা পয়সা, বাড়ি গাড়ি ইত্যাদি দেখা উচিৎ নয়। কেননা আল্লা তা আলা পবিত্র কোর আনে ইরশাদ করেছেন"ওয়ালা তামাদদুন্না আইনাই কা"অথাৎ তোমরা তোমাদের চুক্ষদয় প্রসারিত কর না,কারণ তাদের কে তাদের কর্ম সমূহের ফল বা প্রতিদান এই পার্থিব জগতেই দেওয়া হয়েছে বা হবে,আভ্যান্তরি জগতে তাদের কোন অধিকার থাকবে না যে,সে দাবি করবে। পক্ষান্তরে একজন মোমিনের নেকীর প্রতিদান আল্লা তা আলা পরকালের জন্য গচ্ছিত রাখেন এবং মহা সংকটের দিনে এই প্রতিদান সে পাবে।

৩৩) মদ্য সমস্ত গুনহার মূল ঃ—

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ خُطْبَتِهِ اَلْخَمْرُ جُمَّاعُ الْاِثْمِ وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَاْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَخِّرُ وَالنِّسَآءِ حَيْثُ اَخَّرَهُنَّ اللّٰهُ .

মিশকাত শরীফ

অনুবাদঃ–হজরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্নিত তিনি বলেন,আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে,মদ্য সমস্ত গুনহায় মূল এবং মেরেয়া হচ্ছে শয়তানের রজ্জ বা দড়ি এবং দুনিয়ার মুহাববাত হচ্ছে সমস্ত গুনহার জড়। বর্ণনা কারী বলেন,আমি হুজুর সাল্লালাহ কে বলতে শুনেছি যে, মেয়েদের কে পিছনে রাখো,কেননা আল্লা তা আলা তাদের কে পিছনে রেখেছেন।

ব্যাখাঃ–উক্ত হাদিস থেকে তিনটি জিনিস বুঝা গেল,

প্রথমতঃ–মদ্যপান করা সমস্ত পাপের মূল,কারণ মদ্য পান কারীর জ্ঞান সঠিক থাকে না,ইহায় স্বাভাবিক,আর যে ব্যক্তির জ্ঞানথাকে না তার দারাই যে কোন পাপ হওয়া সম্ভাব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয়তঃ–মেয়েরা হচ্ছে শয়তানের দড়ি,কেননা এই মেয়েদের কারনে অনেক সুফি সাধাক,ধার্মিক কুপথ গামী হয়েছে। উপমা স্বরূপ বালআম ইবনে বাউরের মতো পরেহজগার ব্যাক্তি ধবংশ হয়েছেন। মেয়েদের কারনে,পৃথিবীর বুকে সর্ব প্রথম হাবিল কে হত্যা হতে হয়েছে মেয়েদের কারনে।

তৃতীয়তঃ–দুনিয়ার ভালোবাসা হচ্ছে সমস্ত পাপের মূল,কারণ যার মধ্যে দুনিয়ার ভালোবাসা স্থাপন করেছে,তার দারা সর্ব প্রকারের গুনহা হওয়া সাভাবিক,এই জন্য যে, সে দুনিয়ার প্রেমে পড়ে আখেরাত কে ভুলে গেছে,যার কারনে সে পাপ করতে দিধাবোধ করে না। এই জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন–

فَا تَّقُوْ وَالدُّنْيَا وَالتَّقُوْ النِّسَاءَ .

অর্থাৎ দুনিয়ার মুহাববাত পরিত্যাগ কর,এবং নারীগনের ছলনা হতে বেঁচে থাকো। কেননা এই দুটি জিনিসের কারনে অধিকাংশ মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সকল কে এহেন গুনহার সমুখহীন হতে দুরে রাখেন–.আল্লা হুম্মা আমিন।

৩৪) ছেলে মেয়ে উভয় উভয়ের রূপ ধারণ করা নিষেধ ঃ—

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ
الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِا
لرِّجَالِ.

মিশকাত শরীফ ৩৮০ পৃষ্ঠা

হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহর অভিশপ্ত হোক ঐ সমস্ত লোক সমূহের উপর যারা মেয়েদের রূপ ধারণ করে এবং ঐ সমস্ত মেয়েদের উপর যারা ছেলেদের রূপ ধারণ করে।

ব্যাখ্যা ঃ– উক্ত হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, ছেলেদেরকে মেয়েদের মতো পোষাক পরিধান করা ও মেয়েদেরকে ছেলেদের মতো পোষাক পরিধান করা ছেলেদের মেয়েদের মতো হাতে মেহেদী লাগানো, তাদের মতো কথাবার্তা বলা এই সকল কর্ম হারাম। দাড়ি গোঁফ একেবারে কেটে ফেলা হারাম, মেয়েদের মতো বড় বড় চুল রাখা হারাম, পক্ষান্তরে মেয়েদের ছেলেদের মতো পোষাক পরিধান করা এবং ছেলেদের মতো চলাফেরা করা, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, ছেলেদের কর্মকে নিজ কর্মে পরিণত করা হারাম।

৩৫) দাড়ি বড় এবং গোঁফ ছোট করতে হবে ঃ—

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ اَوْفِرُ اللُّحٰى وَاحْفُو الشَّوَارِبَ.

(মিশকাত শরীফ ৩৮০ পৃষ্ঠা, বোখারী ও মুসলীম শরীফ)

অনুবাদ ঃ– হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন , মুশরিকদের বিপরীত করো, দাড়ি বড়ো করো এবং গোঁফ ছোট কর।

ব্যাখ্যা ঃ–উপরোক্ত হাদীসটিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিয়েছেন বিধর্মীদের বিপরীত পথ গ্রহণ করতে এবং নিদৃষ্ট ভাবে দুটি বস্তুর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একজন মুসলমান পুরুষ দাড়ি রেখে বিধর্মীদের বিপরীত করবে। দ্বিতীয়তঃ নিজের গোঁফ ছোট রেখে তাদের বিপরীত করবে। দাড়ি বড়ো রাখা সম্পর্কে বুখারী শরীফ হজ্জের বর্ণনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু তালালা আনহু প্রকাশ্য বলে দিলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম চার আঙ্গুলী অর্থাৎ এক মুষ্ঠির অতিরিক্ত হলে কাটতেন। সুতরাং হাদীস থেকে প্রমাণিত হল যে দাড়ি এক মুষ্ঠির কম রাখা নিষেধ রয়েছে। ইমাম আযমের নিকট হারাম। এক মুষ্ঠি দাড়ি রাখা কোরআন মাজিদ থেকেও প্রমাণ আছে। হযরত হারুন হযরত মুসা আলায়হিস সালামকে বলেন যে- আমার দাড়ি ধরো না। তবে এ থেকে বোঝা গেল যেউনার দাড়ি এতটা বড় ছিল যা ধরা যেত এবং তা এক মুষ্ঠি পরিমান ছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৬) নখ চুল কাটার নির্দ্ধারিত সময় ঃ—

عَنْ اَنَسٍ قَالَ وَقَّتَ لَنَا فِىْ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَنَتْفِ الْاِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ اَنْ لَّا نَتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

(মিশকাত শরীফ ৩৮০ পৃষ্ঠা, মুসলীম শরীফ)

অনুবাদ ঃ- হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের জন্য সময় নির্দ্ধারিত করা হয়েছে গোঁফ ছাটা, নখ কাটা ও বগলের লোম পরিস্কার করা আর নাভীর নীচের লোম মুড়ানো ব্যপারে যেন আমরা চল্লিশ দিনের অধিক ছাড়িয়া না রাখি।

ব্যাখ্যা ঃ- উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে চল্লিশ দিন না ছাড়ার অর্থ হল এই সময়ের মধ্যে কাটা বা উপড়ানো কাজ সম্পন্ন করতে হবে। যেন চল্লিশ দিনের বেশী না হয়। হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, নবীকারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক জুময়ার দিন নখ ও গোঁফ কাটতেন।

৩৭) কালো খেজাব লাগানো হারাম ঃ—

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُوْنُ قَوْمٌ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُوْنَ بِهٰذَ السَّوَادِ كَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

(আবু দাউদ শরীফ ৫৭৮ পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফ ৩৮২ পৃষ্ঠা)

অনুবাদ ঃ- হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন-তিনি বলেন যে, শেষ জামানায় এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা কালো খেজাব ব্যবহার করবে। কবুতরের বক্ষস্থলের মত। তারা জান্নাতের খসবু পর্যন্ত পাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ-উল্লিখিত হাদীসের প্রতি গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় যে কালো খেজাব ব্যবহার করা হারাম। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আগেই বলেছেন যে, শেষ জামানায় এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা কালো খেজাব ব্যবহার করবে কবুতরের বক্ষস্থলের মত। যেমন কোন কোন কবুতরের বক্ষস্থল কালো থাকে সেইরূপ তারাও তাদের চুল ও দাড়ি সমূহে কালো খেজাব লাগাবে। তারা জান্নাতের খসবু পর্যন্ত পাবে না। অথচ জান্নাতের খসবু জান্নাত থেকে পাঁচশত বছরের রাস্তার সমপরিমাণ দূরত্বে পৌছাই, তাহলে বোঝা গেল কালো খেজাব ব্যবহারকারী জান্নাত থেকে এতটা দূরত্বে থাকবে। উক্ত হাদীসে প্রকাশ হয়ে গেল যে, কালো খেজাব ব্যবহার করা হারাম। চাহে মাথার চুলে ব্যবহার করুক কিংবা দাড়িতে ব্যবহার করুক ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্য হারাম। মেয়েদের হাতে ও পায়ে মেহেদী লাগানো জায়েজ এবং ছেলেদের জন্য না-জায়েজ।

৩৮) লোহা ও তামার আংটি পরা নিষেধ ঃ—

عَنْ بُرَيْدَ اةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ بِرَجُلٍ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ فَقَالَ لَهُ مَالِىْ اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ الْاَصْنَامِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِىْ اَرٰى عَلَيْكَ حِلْيَةَ اَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ اَتَّخِذُهُ قَالَ اِتَّخِذُهُ مِنْ وَرَقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالاً

(মিশকাত শরীফ ৩৭৮ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ৫৮০ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ ঃ– হযরত আবু বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে বললেন যার হাতে তামার আংটি ছিল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন আমার কি হল যে আমি তোমার কাছে থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি। তখন সে আংটি ফেলে দিল। অতঃপর সে আবার এলো তখন তার হাতে লোহার আংটি ছিল তাকে দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন আমার কি হল যে আমি তোমার মধ্যে জাহান্নামের অলংকার দেখছি।

তৎক্ষনাত সেই ব্যক্তি সেটাও ফেলে দিয়ে বলল ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কোন ধাতুর আংটি তৈরী করব ? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন যে চাঁদির সাড়ে চার মাসা বা আনা ওজনের তৈরী কর।

ব্যাখ্যা ঃ–উপরোক্ত হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় যে, মুসলমান পুরুষের জন্য সোনা চাঁদি ব্যবহার করা হারাম। কিন্তু মেয়েদের অলংকার হিসাবে ব্যবহার করা জায়েজ। কিংবা সোনা চাঁদির বাসনে খাবার খাওয়া বা পান করা, সোনা বা চাঁদির ঘড়িতে সময় দেখা বা তার দ্বারা সুরমা চোখে দেওয়া হারাম রয়েছে। তবে যদি অসুস্থতার কারণে সোনা কিংবা চাঁদির কাঠি চোখে সুরমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা জায়েজ। ইহা ব্যতিত অন্য কোন ধাতুর অলংকার হিসাবে ব্যবহার করা হারাম। শুধু ছেলেদের জন্য চাঁদির আংটি চার মাসা (সাড়ে চার আনা) ওজনের জায়েজ।

৩৯) অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার ফজিলত ঃ—

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَامِنْ رَجُلٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا مُمْسِيًا اِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحُ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ اَتَاهُ مُصْبِحًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ حَتَّى يُمْسِىَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ.

(আবু দাউদ জানাযার বর্ণনা, ফাজলুল মারিয)

অনুবাদ ঃ–হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় তখন তার সঙ্গে ৭০ হাজার ফারিস্তাও বের হয় এবং তার জন্য প্রভাত পর্যন্ত পাপ মোচনের দোয়া করতে থাকে। তাকে বেহেস্তের একটি বাগান প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি সকালে দেখতে যাবে তার সঙ্গে ৭০ হাজার ফারিস্তা বের হয় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তার পাপ মোচনের দোয়া করতে থাকে এবং তাকেও বেহেস্তের একটি বাগান প্রদান করা হবে।

৪০) মোমিনের শরীর মাটিতে খায় না ঃ—

عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعَ اَبِىْ رَجُلٌ فَكَانَ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ فَاَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ اَشْهُرٍ مَااَنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئًا اِلَّا شَعَرَاتٍ كُنَّ فِىْ لِحْيَتِهِ مِمَّايَلِىْ الْاَرْضِ.

(আবু দাউদ, কিতাবুল জানাযা তাহবীলিল মাইয়াতে)

অনুবাদ ঃ–হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন আমার পিতাকে অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কয়েকমাস পরে আমার অন্তরে অন্যত্র সমাধিস্থ করার বাসনা জন্মালো তাই আমি ছয় মাস পরে উনার দেহ বের করে অন্যত্র সমাধিস্থ করলাম, আমি দেখলাম তাঁর শরীরে কোন রকম পরিবর্তন আসেনি কিন্তু দাড়ি ও চুল ব্যতিত যা মাটিতে স্পর্শ করেছিল।

ব্যাখ্যা ঃ–হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পিতা বদরের যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন তখন সুস্থ সাহাবীর সংখ্যা কম থাকায় বদরের যুদ্ধের শোহদাগণকে এক একটি কবরে দুজন তিনজন করে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কয়েক মাস পরে যখন হযরত জাবিরের মনে বাসনা জাগলো যে আমার পিতাকে কোন এক নিদৃষ্ট কবরে সমাধিস্থ করব। তখন তিনি সেই কবর থেকে তার পিতার লাশ উঠাতে গিয়ে দেখেন যে তাঁর পিতার শরীরের কোন রকম পরিবর্তন ঘটে নি, যে রূপ দাফন করা হয়েছিল সে রূপই আছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঘটনা থেকে জানা গেল কোন মোমিন ব্যক্তির শরীরকে মাটিতে খায় না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে কোন মৃত ব্যক্তিকে তিনচার দিনের বেশী রাখলে ফুলে যায়। সুবহানাল্লাহ। আর ইনাকে দেখুন তিনচার দিন নয় বরং ছয় মাস পরে দেখা গেল যেরূপ দাফন করা হয়েছিল সেই রূপই আছে কোন পরিবর্তন আসেনি। যদি সাহাবীর শরীরকে মাটিতে না খায় তবে নবীগণের শরীরকে কিরূপে খেতে পারে ? যেতেতু নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাদীসপাকের মধ্যে বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْتَا كُلَ الْاَجْسَادَ الْاَمْبِيَاءِ فَنَبِىُّ اللّٰهِ حَىٌّ يُرْزَقُ.

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন তাদের শরীরকে খাওয়া তারা জীবিত আছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রুজি পান। তাহলে বোঝা গেল যারা আল্লাহর নবী হন ওলি হন এবং যারা মোমিন হন তাদের শরীরকে মাটি খায় না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَتُ الْاَنْبِيَاءِ

অর্থাৎ উলামাগণ হচ্ছেন নবীগণের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) আর যারা নবীর ওয়ারিশ হন তাদেরকেও মাটিতে খায় না। এমনকি তারাও কবরে জীবিত আছেন। তাই এই ওয়ারিশদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সাধারণ ভাবে এবং সুনিদৃষ্ট ভাবে পশ্চিমরঙ্গের আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের সর্ব সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত আলিমে হাক্কানী ওয়াজে লাসানী হযরত আল্লামা আলহাজ মুফতী মাওলানা মোহাম্মাদ আবুল কাসেম সাহেব কিবলা নাওয়ারাল্লাহ মারকাদাহ দায়েমান আবদা বে-নুরেহী। যাঁর সংস্পর্শে থেকে অনেকেই নিজেকে ধন্য করেছেন। আবার অনেকে তাঁর হাদীসের দারসে শরীক হয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বানী শুনে বা পড়ে নিজেকে আলিম তৈরী করেছে। উক্ত কর্মে এই অধমও কিছু দিন শরীক হয়ে ফজিলতের কোর্সে পাঠ গ্রহণ করে নিজের নাম আলিমের তালিকায় লিপিবদ্ধ করেছে। তাই তাঁর নিকট থেকে সংগ্রহিত চল্লিশ খানা হাদীস শরীফ পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। যদি আল্লাহ তায়ালা নিজের হাবিবের ওসিলায় গ্রহণ করেন তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ তায়ালা যেন আপন হাবিবের ওসিলায় এই পুস্তকখানা কবুল করেন। আমীন !

এরা কি মুসলমান ?

হিন্দুস্থানে ওহাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন বিখ্যাত মৌলবী ইসমাইল দেহলবী তার লিখিত কেতাব "তাকবিয়াতুল ঈমান" যা হিন্দুস্থানের ওহাবী সম্প্রদায়ের নিকট কোরআনের পরে বেশী পড়ার কিতাব। তার মধ্যে লেখা আছে–

ক) যে ব্যক্তি কোন ওলির দরবারে মানত মানে কিংবা কোন বুজর্গ বা ওলিকে আল্লাহর দরবারে সুপারিশকারী বলে মানে, এটা হচ্ছে শিরক। সেই ব্যক্তি এবং আবু জেহেল দুজনের শিরক সমান।

(তাকবিয়াতুল ঈমান ২০ পৃষ্ঠা)

খ) দুনিয়ায় সমস্ত গুনাহকারী গুনাহ করেছে, যেমন ফেরাউন, হামান, শয়তান যতটা গুনহা এদের থেকে হয়েছে যদি কোন ব্যক্তি দুনিয়ার সমস্ত গুনাহগারের সমতুল্য গুনাহ করে কিন্তু যদি সে শিরক থেকে পাক হয় তাহলে তার সমস্ত গুনাহকে আল্লাহ তায়ালা মোচন করে দিবেন।

(তাকবিয়াতুল ঈমান ৩৭ পৃষ্ঠা)

গ)আল্লাহর ধোঁকাবাজী থেকে ভয় করতে হবে। কেননা কোন কোন সময় বান্দা শিরকের ,মধ্যে লিপ্ত হয় এবং ঠাকুর বা মৃত মানুষের কাছে সাহায্য চায় এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তার মুরাদ বা উদ্দেশ্য পুরণ করে দেন। (তাকবিয়াতুল ঈমান ৭৪ পৃষ্ঠা)

ঘ) সমস্ত নবীগণ আল্লাহর বান্দা মাত্র এবং তারা আমাদের ভাই আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্মান বাড়িয়েছেন এই জন্য তারা আমাদের বড় ভাই।

(তাকবিয়াতুল ঈমান ৯৯ পৃষ্ঠা)

ঙ) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। (তাকবিয়াতুল ঈমান ১০০ পৃষ্ঠা)

তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাব সম্পর্কে ওহাবী গনের শাইখুল উলামা মহাদ্দিস মোলবী রাশিদ আহমেদ গাঙ্গুহী তার এক ফাতুয়ার মধ্যে লিখেছে,তাকবিয়াতুল ঈমান পুস্তক খানা ঘরের মধ্যে রাখা এবং পড়া আইনে ঈমান,অর্থাৎ যার ঘরে এই পুস্তক খানা থাকবে সেই মুসলমান হবে,এবং যার ঘরে এই পুস্তক খানা থাকবে না সে ইসলাম থেকে খারিজ। (ফাতুয়ারে রাশিদিয়া ৮০ পৃষ্ঠা)

উক্ত মোলবী ইসমাইল দেহলবীর উপর এক কিতাব সিরাতে মুস্তাকীম এর মধ্যে লিখেছে–

pdf By Syed Mostafa Sakib

১) নামাজের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে স্বরণ করা গাধা ও গরুকে স্বরণ করার চেয়ে নিকৃষ্ট। (সিরাতে মুস্তকীম ১১৮ পৃষ্ঠা)
ওহাবী সম্প্রদায়ের এক আলীম যাকে ওহাবীগন হুজ্জাতুল ইসলাম বলে জানে। যার নাম মোলবী কাশিম ণানুতুবী তার লিখিত কিতাব তাহযিরুন নাস এর মধ্যে লিখেছে।

২) যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পরে কোন নবী আসে তাহলে ও হুজুরের শেষ নবী হওয়াতে কোন পার্থক্য আসবে না।
(তাহযীরুন নাস ১৪ পৃষ্ঠা)

৩) উম্মতী আমলের দিক দিয়ে নবীর সমতুল্য হয়ে যায়। এবং কখন কখন নবীর চেয়ে বেড়েও যেতে পারে। (তাহযীরুন নাস ৫ পৃষ্ঠা)
ওহাবী সম্প্রদায়ের উস্তাজুল উলামা মোলবী রাশিদ আহমাদ গানগুহী তার কিতাব ফাতুয়ারে রাশিদীয়া মধ্যে তার শয়তানী আকিদা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছে।

১) যে সাহাবা কেরাম কে কাফির বলবে সে সুন্নাত জামাত থেকে বঞ্চিত হবে না,অর্থাৎ সাহাবা গন কে কাফির বললে ও মুসলমানের মধ্যে থাকবে।
(ফাতুয়ারে রাশিদিয়া ১৩৪ পৃষ্ঠা)

২) মুহাররমে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর শাহাদাত অর্থাৎ উনার শহীদের বর্ণনা করা এবং বর্ণনা কারীর জন্য পানির সুব্যবস্থা করা, তাদেরকে সরবত পান করানো, এহেন কর্মে চাঁদা দেওয়া হারাম রয়েছে।
(ফাতওয়ায়ে রাশিদিয়া ১৩৯ পৃষ্ঠা)

৩) এই কেতাবের পূর্ব পৃষ্ঠায় এক স্থানে লিখেছে যদি হিন্দু সুদের টাকায় পানীর ব্যবস্থা করে তাহলে তার পানি মুসলমানদের পান করা জায়েজ।
(ফাতওয়ায়ে রাশিদিয়া ৫৭৬ পৃষ্ঠা)

৪) অত্র পুস্তকে বলা হয়েছে কাকের মাংস খাওয়া জায়েজ।
(ফাতওয়ায়ে রাশিদিয়া ৫৯৭ পৃষ্ঠা)

মৌলবী খলীল আহমদ আম্বেঠী তার লিখিত কেতাব "বারাহিনে কাতিয়া" এর মধ্যে লিখেছে–

১) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চেয়ে বেশী জ্ঞান শয়তানের এবং মালেকুল মাওতের আছে। যে ব্যক্তি শয়তানের চেয়ে বেশী জ্ঞান হুজুরের আছে বলে প্রমাণ করবে সে মুশরীক। (বারাহিনে কাতিয়া ৫৫ পৃষ্ঠা)

২) আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা বলতে পারেন। '(বারাহিনে কাতিয়া ২৭৩ পৃষ্ঠা)

৩)হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মিলাদ শরীফ মানানো হিন্দুদের শ্রী কৃষ্ণর জন্মদিন মানানোর মত বরং তাদের চেয়েও খারাপ।
(বারাহিনে কাতিয়া ১৫৩ পৃষ্ঠা)

৪) দেওবন্দ মাদ্রাসার সম্মান আল্লাহর নিকট অনেক বেশী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উর্দু ভাষা দেওবন্দ মাদ্রাসায় এসে দেওবন্দী মৌলবীর কাছে শিখেছেন। (বারাহিনে কাতিয়া ৫৫ পৃষ্ঠা)

৫) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালামের দেওয়ালের পিছনের জ্ঞান নাই।
(বারাহিনে কাতিয়া ৫৫ পৃষ্ঠা)

এবারে আসুন ওহাবী ও তাবলিগী সম্প্রদায়ের পন্ডিত মুজাদ্দিদ মৌলবী আশরাফ আলী থানবী । তার সম্প্রদায়ের কাছে ঐ স্থান পেয়েছে যে তাদের আকিদা হচ্ছে যদি কোন ব্যক্তি তার পা ধুয়ে পানি পান করে তাহলে সে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাবে।

মৌলবী আশরাফ আলী থানবী তার লিখিত কিতাব "হিফজু ঈমান" এর মধ্যে লিখেছে–

১) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম যে ইলমে গাইব জানেন। এতে হুজুরের এমন সম্মান বাড়ল কি এধরণের ইলমে গাইব প্রতিটি বাচ্চা পাগল এনকি প্রতিটি চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারও জানে। (হিফজুল ঈমান ৮ পৃষ্ঠা)

২) থাবনী সাহেবের এক রিসালার মধ্যে লেখা আছে, তার এক মুরিদ বা ভক্ত কলেমা পড়েছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরাফ আলী রাসুলুল্লাহ" (আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থী)

সেই মুরিদ থানবী সাহেবের নিকট চিঠির মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করল, হুজুর আমার এই ধরণের কলেমা পড়া ঠিক না ভুল ?

প্রকাশ্য একজন ঈমানদার ব্যক্তি এটাই বলবে থানবী সাহেবের তার ভক্তকে উত্তরে এটাই বলা উচিৎ ছিল যে এই ধরণের কলেমা পড়া কুফর বা নিষেধ। এই বাক্যউচ্চারণ করার জন্য তওবা করো ও সঠিক কলেমা পড়। কিন্তু থানবী সাহে তার উত্তরে যা লিখেছে তা জানলে সাধারণ মানুষের ও মাথা গরম হয়ে যাবে।

সে লিখেছে তোমার এই কলেমা পড়া জায়েজ এবং তার প্রতি অটল থাকো। এটা নিয়ে চিন্তা করার কোন কারণ নাই। এই কলেমা পড়লে কোন ক্ষতি নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আশরাফ আলী থানবী সাহেবের এক ফাতাওয়ার কেতাব "বেহেস্তী জেওর" সে তাতে অনেক ভ্রান্ত ফাতাওয়া লিখেছে। তার মধ্যে একটি ফাতাওয়া এখানে বর্ণনা করা হল–

যদি হাতে কোন নাপাকী বা পায়খানা বা তদ্রূপ কোন জিনিস লেগে যায় এবং সেটাকে যদি কোন ব্যক্তি জিহ্বা দিয়ে চেটে নেয় তাহলে সেটা পাক হয়ে যাবে। কিন্তু চাটা নিষেধ। (বেহেস্তী জেওর ১৮ পৃষ্ঠা)

এরা মুসলমানের মধ্যে গন্য হয় না।

হে মুসলীম ভাই সকল আমি আমার পুস্তকে উক্ত উদ্ধৃতি গুলো ওহাবী, দেওবন্দী ও তাবলিগী জামাতে ইসলামী সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বর্ণনা করেছি এ গুলো সবই তাদের উলামাদের লেখা কেতাব থেকে নকল করা হয়েছে পৃষ্ঠ নম্বর সহ। এখানে মনগড়া উদাহারণ এর কোন অবকাশ নেই। কাউকে হেও প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এই সকল কেতাব আজও মুদ্রিত হচ্ছে এবং বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে।

এই রূপ নিকৃষ্ট আকিদা যারা পোষন করে, নবীর বিরুদ্ধাচারণ ও সম্মানের হানী করে, নবীকে কষ্ট দেয় এবং আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কে ভ্রান্ত মন্তব্য করে সেই সকল লোক সমূহের প্রসঙ্গে সেই অটুট সংবিধান কোরআন মাজিদের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا

وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا مُهِيْنًا.

(২২ পারা সূরা আহযাব ৫৭ নং আয়াত)

অর্থ–নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও তার রাসুলকে তাদের উপর আল্লাহর লানত (অভিষাপ) বর্ষিত হয়, দুনিয়া ও আখেরাতে এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

আল্লাহ পাক আরো বলেন–

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থ ঃ–এবং যারা আল্লাহর রাসুলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক কষ্টকর শাস্তি।

উল্লিখিত আয়াত সমূহে রাসুল পাকের শত্রুদের ও যারা আল্লাহ তায়ালার উপরে অপবাদ লাগায় যেমন তারা বলে "আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা বলতে পারেন" তাদের সম্পর্ক স্থাপনে সাত প্রকারের ভয়াবহতার কথা বলা হয়েছে–

১) সে জালিম (পাপী)
২) সে গুমরাহ (পথভ্রষ্ট)
৩) সে কাফের (অবিশ্বাসী)
৪) তার জন্য রয়েছে আজাব (শাস্তি)
৫) সে পরকালে লাঞ্ছিত হবে।
৬) সে আল্লাহকে কষ্ট দিল।
৭) উভয় জগতে তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হবে।

আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষনিকের জন্য পার্থিব জগতের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান রেখে বিচার করুন যারা এরূপ মন্তব্য করে যে, নামাজের মধ্যে নবীর স্মরণের চেয়ে গাধা ও গরুর স্মরণ উত্তম।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মরে মাটির সহিত মিছে গেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বড় ভাইয়ের মত।

নবীর জন্ম দিন পালন করার চেয়ে হিন্দুদের কৃষ্ণের জন্মদিন পালন করবে উত্তম বলে জানে।

নবীর জ্ঞানকে পাগল বা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় মনে করে।

এমনকি শয়তানের জ্ঞান কোরআন ও হাদীসের বাণী দ্বারা প্রমানিত কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জ্ঞান কোন প্রকার দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। এহেন আকিদা পোষনকারীগণকি নবীকে কষ্ট দিল না ?

এরা অবশ্যই নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর শানে বেয়াদবী করল ও নবীপাককে কষ্ট দিল। অতএব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জ্ঞানের ব্যপকতাকে অস্বীকার করে কুফরী আকিদা পোষন করে শয়তানের জ্ঞানের উপর ঈমান নিয়ে এলো। আর যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিবে তাকে উক্ত সাত প্রকারের ভয়াবহতার মধ্যে লিপ্ত হতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হল ঈমানের মূল যাহা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষনা করেছেন–

اِنَّا اَرْسَلْنٰکَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا .

(২৬ পারা,সুরা ফাতাহ.৮,৯ নং আয়াত)

অর্থঃ–নিশ্চয় আমি আপনা কে প্রেরন করেছি উপস্থিত প্রত্যক্ষকারী (হাযির ও নাযির) করে এবং সু সংবাদ দাতা ও সতর্ককারী করে,যাতে হে লোকেরা তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ঈমান আনো এবং রাসুলের মহত্ব বর্ণনা ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর,আর সকাল,সন্ধা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষনা কর। হে মুসলমান গন,মহান রাববুল আলামীন ঘোষনা করেন যে, তিনটি উদ্দেশ্যের জন্য তিনি ইসলাম ধর্ম কে প্রকাশ ও কোরান শরিফ কে আবতীর্ণ করেছেন সে গুলি হলঃ–

প্রথমতঃ–মানব সম্প্রদায় যেন মহান আল্লাহর ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উপর ঈমান নিয়ে আসে।

দ্বিতীয়তঃ–হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মানুষেরা যেন সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

তৃতীয়তঃ–আল্লাহ পাকের উপসনা যেন মগ্ন হয়। মুসলমান গন এই গুরুত্ব পূর্ন উদ্দেশ্য তিনটির মার্জিত ক্রম ও সুবিনস্ত করনের প্রতি লক্ষ্য করুন,সর্ব প্রথমে ঈমানের কথা,সর্ব শেষে তার আল্লাহরইবাদতের কথা এবং মধ্যস্থলে প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অসিম প্রেম বা সম্মান প্রদর্শনের কথা,কে ব্যক্ত করেছেন,এই জন্য যে,ঈমান ব্যতিত সম্মান প্রদর্শন অনার্থক। কিন্তু উপরোক্ত মোলবী সম্প্রদায় গন মনে করে আমরা অনেক বড় আলিম হয়েগেছি,নবি কে সম্মান করার কোন প্রয়োজন নাই,কিন্তু এটা তাদের ভুল ধারণা। কেন না এদের চেয়ে বিজ্ঞ আলিম ইবলিশ শয়তান ছিল,সে এত বড়ো আলিম ছিল যে,তাকে ফারিস্তাদের নেতা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল,এতদা সত্তেও আজ সে ইবলিশ শায়তান নামে ভুষিত হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারণ একটাই সে শুধু নবীর অসম্মান করেছিল,এবং নবীকে মাটির বলে আখ্যায়িত করেছিলো। যার কারনে তাকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে,কখনই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাহলে যারা নবীর উম্মাত হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দ্বারা পৃথিবীতে এসেছে,সেই গুস্তাখে রাসুল ইবলিশের অণুসরন কারীগন,যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে। মাটির বলে আখ্যায়ত করে,তবে কী তারা জান্নাতে যেতে পারবে ? কখনই পারবে না। তারা ইবলিশের মিত্র হিসাবে,ইবলিশের সঙ্গে জাহান্নামে যাবে। তাদের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখা যাবে না,যা আল্লা তা আলা পবিত্র কোরানের মধ্যে ঘোষনা করেছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ .

(২৮ পারা,সুরা মুমতাহীন ১ম আয়াত)

অর্থঃ হে ঈমানদার গন আমার ও তোমার শত্রু সকল কে মিত্র রুপে গ্রহণ করো না।

দ্বিতীয় এক আয়াতে আল্লাহ তা আলা বলেন–

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ .

(৬ পারা,সুরা মায়েদা ৫১ নং আয়াত)

অর্থঃ– তোমাদের মধ্যে থেকে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ অন্যায় কারীদেরকে পথ দেখান না। উল্লিখিত আয়াত দুটিতে তাদের সহিত বন্ধুত্ব জ্ঞাপনকারীদের অত্যাচারী ও পথ ভ্রষ্ট বলা হয়েছে বর্নিত আয়াতটি স্পষ্ট করে দিয়েছে– যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে সেও তাদের অন্তর্ভূক্ত তাদের মতই কাফের। তাদের সহিত একই দড়িতে বাঁধা হবে। উলামায়ে কেরামগণ ঐ সমস্ত লোকেদের সম্পর্কে বলেছেন–

مَنْ شَكَّ فِىْ كُفْرِهِمْ وَعَذَابِهِمْ فَقَدْ كَفَرَ .

অর্থ ঃ–যে ব্যক্তি তাদের (ওহাবী) কে কাফের হতে এবং তাদের আযাব হতে সন্দেহ করবে সেও কাফের হয়ে যাবে।

উক্ত সমস্ত লোক সমূহের প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে কঠরতার নির্দেশ দিয়েছে যাহা নিম্নে প্রদত্ব হল–

اِنْ مَرِضُوْ افَلَا تَعُوْدُوْهُمْ وَاِنْ مَاتُوْا فَلَا تَشْهَدُوْ هُمْ وَاِنْ لَقِيْتُمُوْهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ وَلَا تُجَالِسُوْهُمْ . وَلَا تُشَارِبُوْهُمْ وَلَا تُوَا كِلُوْهُمْ وَلَاتُنَاكِحُوْهُمْ وَلَا تُصَلُّوْا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوْامَعَهُمْ .

(মুসলীম শরীফ আবু দাউদ , ইবনে মাযা)

অনুবাদ ঃ– হযরত আবু হুরায়রাহ, হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার, হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন–যদি বাতিল পন্থির কোন লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তাদেরকে দেখতে যেও না। যদি তারা মারা যায় তাদের জানাজায় উপস্থিত হয়েও না। তাদের সাথে সাক্ষাত হলে সালাম দিও না। তাদের নিকটে বসিও না, তাদের সাথে নামাজ পড়িও না এবং তাদেরকেও তামাদের সাথে নামাজ পড়তে নিও না।

মৌলবী খলিল আহমদ আম্বেঠী "বারাহিনে কাতিয়া" বই এর মধ্যে বলেছে নবীর জ্ঞানের চাইতে শয়তানের জ্ঞান বেশি আছে। সে বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উর্দু ভাষা দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিখেছেন। আরো বলেছে নবীর দেয়ালের পিছনেরও জ্ঞান নাই। অথচ মহান রাব্বুল আলামিন নবীর জ্ঞান (ইলম) সম্পর্কে বলেন–

আরবী আয়াত পরের পৃষ্ঠায়

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا .

৫পারা, সূরা নিসা ১৯ নং আয়াত

অর্থ ঃ– হে নবী (অদৃশ্যের সংবাদদাতা) আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শিখিয়েছেন যা আপনি জানতেন না আর আল্লাহর করুনা আপনার উপর অত্যধিক রয়েছে।

উক্ত আয়াত শরীফের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে অজানা বিষয় কে জ্ঞাত করে দিলেন নবীপাক যা জানতেন না। আল্লাহ পাক সমস্ত কিছু জানিয়ে দিলেন। আর তারা বলে উর্দু ভাষা নবীপাক নাকি দেওবন্দী মাদ্রাসায় শিখেছেন। যদি তাই হয় যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উর্দু ভাষা দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিখেছেন তাহলে আল্লাহ পাক কি মিথ্যা বলেছেন ? নাউবিল্লাহ ! কখনই হতে পারে না আল্লাহ মিথ্যা হতে পবিত্র। যে এই ধরণের আকিদা রাখবে যে আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারে সে কাফের হয়ে যাবে।

আল্লাহ পাক আরো ঘোষনা করেন–

وَاِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ .

অর্থ ঃ–অবশ্যই ইয়াকুব আলায়হিস সালাম আমার শিক্ষা প্রাপ্ত।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন–

وَبَشَّرُوْهُ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ .

(১৩পারা সূরা ইউসুফ ৬৮ আয়াত)

অনুবাদ ঃ– ফেরেস্তারা ইব্রাহিম আলায়হিস সালামকে একজন জ্ঞানী সন্তান ইসাহাক আলায়হিস সালাম এর সমন্ধে সুসংবাদ দিলেন। এ সকল আয়অত সমূহের দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যারা আল্লাহর নবী হন তাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান প্রদান করেন। তাঁদের কোন মানুষের জ্ঞানের প্রয়োজন নাই এবং যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান প্রদান করেন তাদের সঙ্গে কোন মানুষের জ্ঞানের তুলনা করা যায় না। বাচ্চা পাগল তো দুরের কথা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পথ ভ্রষ্ট আলিম শয়তাদের উত্তারিধাকারী ভাই সকল আলেম সম্প্রদায় এই জন্য সম্মানিত কারণ তারা আম্বিয়াদের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) আর নবীর ওয়ারিশ তারাই যারা সঠিক হেদায়েতের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যদি হেদায়েতের মধ্যে না থাকে, যদি নবীর অসম্মান করে, নবীগণের সাথে বেয়াদবী করে, তাঁদের সম্পর্কে কুমন্তব্য করে, তবে তারা লাখোবার ইসলামের দাবী করে, কোটি কোটিবার কলেমা পাঠ করে তবুও তারা নবীর ওয়ারিশ নয়। বরং তারা শয়তানের ওয়ারিশ। আলিম যখন প্রকৃতই নবীর ওয়ারিশ হয় তখন তার সম্মান হয় নবীর সম্মান আর যদি শয়তানের ওয়ারিশ হয় তখন তাকে সম্মান করার মানে শয়তানকে সম্মান করা। অতএব বদ মাযহাবদের সম্পর্কে বিশেষ আর জানার প্রয়োজন নেই, যে কঠিন কুফরীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে তাকে আলেম মনে করা কুফরী সম্মান করাতো দুরের কথা। আল্লাহ তায়ালা যেন্ আমাদের সকরকে এহেন পথভ্রষ্ট আলেম এর সঙ্গে সম্পর্ক থেকে দূরে রাখেন। আল্লা-হুম্মা-আমিন।

দরুদে হাজারী

যদি কেউ এই দরুদ শরীফ কবরস্থানে তিন বার পাঠ করে তাহলে এই দরুদের বরকতে সেই কবরস্থান থেকে ৮০ (আশি) বছরের আযাব আল্লাহ তায়ালা উঠিয়ে নেবেন। যদি চারবার পড়া হয় তবে কেয়ামত পর্যন্ত সেই কবরস্থান হতে আযাব উঠে যাবে। যদি কেই এই দরুদ শরীফ ২৪ বার পাঠ করে তার পিতা-মাতার রুহের মাগফিরাতের জন্য বখশিয়ে দেয় তবে সেই ব্যক্তি তার পিতা-মাতার সমস্ত প্রকারের হক বা ঋণ আদায় করে নিল। এক হাজার ফেরেস্তা তার পিতা-মাতার কবরে আল্লাহ তায়ালা পেরণ করবেন এবং তারা কেয়ামত পর্যন্ত তার পিতা-মাতার কবর জিয়ারত করতে থাকবেন।

এই পুস্তকের সকল পাঠক-পাঠিকা বৃন্দের কাছে অধমের অনুরোধ–আপনার সকলেই এই গুরুত্বপূর্ণ দরুদ শরীফটি মুখস্ত করুন এবং কবরস্থানে গিয়ে পড়ুন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের কবরস্থান থেকেও আল্লাহ তায়ালা আযাব উঠিয়ে নেবেন। দরুদ শরীফটি নিম্নে প্রদত্ব হইল–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّادَامَتِ الصَّلٰوةِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
مَّادَامَتِ الرَّحْمَتِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّادَامَتِ الْبَرَكَاتِ
وَصَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ وَصَلِّ عَلٰى صُوْرَةِ
مُحَمَّدٍ فِى الصُّوْرِ وَصَلِّ عَلٰى اِسْمِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَسْمَاءِ وَصَلِّ
عَلٰى نَفْسِ مُحَمَّدٍ فِى النُّفُوْسِ وَصَلِّ عَلٰى قَلْبِ مُحَمَّدٍ فِى
الْقُلُوْبِ وَصَلِّ عَلٰى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُوْرِ وَصَلِّ عَلٰى جَسَدِ
مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ وَصَلِّ عَلٰى رَوْضَةِ مُحَمَّدٍ فِى الرِّيَاضِ
وَصَلِّ عَلٰى تُرْبَةِ مُحَمَّدٍ فِى التُّرَابِ وَصَلِّى اللّٰهُ مُحَمَّدٍ عَلٰى
خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ
وَاَهْلِ بَيْتِهِ وَاَحْبَابِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ .

বাংলা উচ্চারণ ঃ—আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিম মাদা মাতাস স্বালাতি ওয়া স্বাল্লী আলা মাহাম্মাদিম মাদা মাতার রাহমাতি ওয়া স্বাল্লি আলঅ মাহাম্মাদিম মাদা মাতাল বারকাতি ওয়অ সাল্লী আলা রুহে, মুহাম্মাদিন ফিস সুরে অ-স্বাল্লি আলা ইসমে মুহাম্মাদিন ফিল আসমায়ে অ স্বাল্লি আলা নফসে মুহাম্মাদিন ফিন নুফুসে অ স্বাল্লি আলা কালবে মুহাম্মাদিন ফিল কুলুবে ও স্বাল্লি আলা কাবরে মুহাম্মাদিন ফিল কবুরে অ স্বাল্লি আলা জাসাদে মুহাম্মাদিন ফিল আজসাদে ও স্বাল্লি আলা রওজাতে মুহাম্মাদিন ফির রিয়অজে অ স্বাল্লি আলা তুরবাতে মুহাম্মাদিন ফিত তুরাবে অ স্বাল্লাল্লাহু মুহাম্মাদি আলা খায়রে খালকাহী সাইয়াদীনা মুহাম্মাদিন ও আলিহী অ আসহাবিহী অ আযওয়াজিহী ও যুররী ইয়াতিহী অ আহলে বাইতিহী। আহবাবীহী আজমাইন বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬/৯২

-ঃ স্মরণে ঃ-

মুফতী আবুল কাসেম

সুন্নীয়াতের নয়ন মণি মুফতী আবুল কাসেম,
আশিকে মাক্কী মাদানী মুফতী আবুল কাসেম।
জামিয়া রাজ্জাকিয়া কালিমীয়া আপনারই অবদান,
ফলেছে যেথায় সোনার ফসল মুফতী আবুল কাসেম ॥

কত এল, কত গেল আপনার এই মাদ্রাসায়,
আলিম ফাজিল তৈরী হল মাসরুর মিঞার অসিলায়।
খোদার ইবাদম, নবীর মহব্বদ ছিল আপনার অন্তরে
তাইতো আপনার ভক্ত যত দেখে রাত্রে স্বপনে ॥

বলতে পারেন কে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের বুকেতে
আপনারে নাহি ভুলতে পারি মুহাব্বাত রাখি দিলেতে।
ভক্ত হাজার না হয় বেজার সাজায় কত মাহফিল,
যেখানে যাই শুনতে যে পায় মুফতী আবুল কাসেম ॥

আমি ইসমাইল খোদার কাছে দোয়া করি রাতদিন,
আল্লাহ যেন জান্নাতে দেয় মুফতী আবুল কাসেম ॥

ইতি

মহম্মদ ইসমাইল

pdf By Syed Mostafa Sakib